ইয়োব হইতে শলোমনের পরমগীত পর্যন্ত

ঈশ্বরের লোকেরা কেন দুঃখক্লেশ ভোগ করে?

ইয়োব হইতে শলোমনের পরমগীত পর্যন্ত

ঈশ্বরের লোকেরা কেন দুঃখক্লেশ ভোগ করে?

পাঠ্য পুস্তিকা ৫

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

কয়েকটি কাব্য পুস্তক

এই অধ্যয়নে, পুরাতন নিয়মের পাঁচটি কাব্য পুস্তক পরিদর্শন আমরা শুরু করবো। এই পুস্তকগুলির নাম যথাক্রমে ইয়োব, গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, উপদেশক ও শলোমনের পরমগীত। পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা-পুস্তক, ইতিহাস-পুস্তক ও ভাববাণী-পুস্তক থেকে পার্থক্য দেখাবার জন্য কাব্য-পুস্তকগুলিকে "প্রজ্ঞা-পুস্তক" অথবা "প্রামাণ্য রচনা" হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

অনুপ্রাণিত শাস্ত্রের মধ্যে কাব্য-পুস্তকগুলি সংযোজিত হয়েছে, কারণ কাব্য বা কবিতা হৃদয়ের ভাষা। ঈশ্বর জানেন, তাঁর লোকেদের হৃদয়ে শাস্ত্রীয় নির্দেশনা কত গুরুত্বপূর্ণ! বাইবেলের এই অংশে ঈশ্বর তাঁর লোকসমূহের অন্তরের কথা বলেন, যখন তারা চরম দুর্দশা ভোগ করে (ইয়োব), প্রার্থনা উপাসনারত থাকে (গীতসংহিতা), বিবাহ পরিবার, লালন-পালন ও ব্যবসা সংক্রান্ত (হিতোপদেশ) নিয়ে দিন প্রতিদিনের মানসিক পীড়ন ভোগ করে চলে, যখন তারা সন্দিগ্ধমনা হয়ে থাকে (উপদেশক), আর যখন তারা একজন স্বামী এবং স্ত্রী (শলোমনের পরমগীত) মধ্যেকার দৈহিক একাত্মতার অন্তরঙ্গ প্রেম গাথা আনন্দসহকারে ব্যক্ত করে চলে।

আমাদের হৃদয়ের পক্ষে অপরিহার্য জ্ঞাতব্য সম্পর্কে ঈশ্বর বর্ণনা দিলেন, যখন হৃদয়ের ভাষা স্বরূপ কাব্যের মধ্যে পবিত্র সংগ্রহে এই অনুপ্রাণিত পাঁচটি পুস্তকে তিনি লিখলেন। যখন আমরা এই পাঁচটি কবিতা পড়ি, আমাদের হৃদয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অঙ্গুলির চাপ আমরা যেন অনুভব করি - যা ইঙ্গিত দেয়, আমরা যেন প্রকৃত বিশ্বাসী হই, এবং অন্তর থেকে ঈশ্বরীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসে। এই কারণে পাঁচটি কাব্য-পুস্তক ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন।

এক অধ্যায়

ইয়োবের পুস্তক

কাব্য-পুস্তকগুলির প্রথম পুস্তক অনুসারে জীবন জটিল এবং দিশেহারা যন্ত্রণায় ভরে যেতে পারে। ঈশ্বরের লোকেরা সর্বদা দুঃখক্লেশ ভোগ করেছেন, এবং মণ্ডলীর ইতিহাসের অবশিষ্ট দিনগুলির পরেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি অবধি অনেক মানুষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন ও তাঁদের বিশ্বাস রক্ষার্থে প্রাণ দিয়েছেন। বাইবেলের প্রাচীনতম পুস্তক আমাদের জানায় যে যন্ত্রণা ও ক্লেশ অনিবার্য, কিন্তু মর্মব্যথা ও হতাশা ঐচ্ছিক। ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বরের লোকদের হৃদয়ের উদ্দেশে ঈশ্বরীয় বাণী, যখন অন্তঃকরণগুলি মর্মাহত হয়।

অধিকাংশ বিদ্বান সম্মতি দেন যে গোষ্ঠীপতিদের সময় চলাকালীন ইয়োব পুস্তকটি লেখা হয়েছিল। আমরা পড়ি, যাতনাগ্রস্ত হওয়ার পর ইয়োব একশো চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং "শেষে ইয়োব বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন" (ইয়োব ৪২:১৭)। তাঁর জীবনের দীর্ঘায়ু, আদিপুস্তক থেকে আমাদের পড়া অনেকের জীবনের অনুরূপ।

ইয়োবের পুস্তকের আক্ষরিক রূপ

ইয়োব পুস্তকের আক্ষরিক রূপ-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, যখন শাস্ত্রের পবিত্র সংগ্রহে পুস্তকটির সংযোজন আমরা বিবেচনা করি। এই পুস্তক চিরকরালের তরে লিখিত মহত্তম কবিতাগুলির অন্যতম কাব্য-পুস্তক। ইয়োব পুস্তকটি এক অভিনয় হিসেবে মঞ্চস্থ হতে পারে এবং হয়েছে। তিন বার অভিনয় করার ভঙ্গিতে মর্মব্যথী হৃদয়গুলির উদ্দেশে ঈশ্বরের এই প্রগাঢ় বার্তার প্রসঙ্গে চিন্তা করুন। প্রথম অঙ্কের জন্য যখন পর্দা ওঠে, বাইবেলে বর্ণিত প্রাচীনতম সাজানো কাহিনীর দৃশ্য আমরা দেখতে পাই।

প্রথম অঙ্ক

সাজানো কাহিনী

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ইয়োব নামে একজন সম্পর্কে ঈশ্বর ও শয়তান আলাপ-আলোচনা করছেন। এই প্রথম দৃশ্যে ভাল ও মন্দের মধ্যে সংগ্রাম সম্পর্কে নিগূঢ় সত্য

আমাদের শিক্ষা দেয়। শয়তানের মধ্যে মন্দতা রূপায়িত হয়, ইয়োব নামে অতি উত্তম মানুষের উত্তমতার অভিপ্রায়ের প্রতি সে চ্যালেঞ্জ জানায়। ঈশ্বর এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেন, ঈশতাত্ত্বিকগণ যাকে "ঈশ্বর-সমর্থিত ইচ্ছা" আখ্যা দেন। ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দেন, যেন সে সীমার মধ্যে মন্দ কাজ করে, ইয়োবের সমস্ত সম্পদ, এমন কি তাঁর সন্তানদের প্রাণও সে নিতে পারে। শয়তান ইয়োবকে অভিযুক্ত করলো যে ঈশ্বর ধন-সম্পত্তি দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন বলে ইয়োব ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছেন। সে এ কথাও ঘোষণা করলো, যদি ইয়োবের প্রতি দত্ত আশীর্বাদগুলি ছিনিয়ে নিতে ঈশ্বর তাকে অনুমতি দেন, তাহলে ঈশ্বরের প্রতি ইয়োব অভিশাপ উচ্চারণ করবেন।

ঈশ্বরের অনুমোদিত ইচ্ছাক্রমে, এবং শয়তানের অশুভ অভিসন্ধির ফলে ইয়োব তাঁর সাত পুত্র, তিন কন্যা, সাত হাজার মেষ, তিন হাজার উষ্ট্র, এক হাজার বৃষ, পাঁচ হাজার গর্দভ ও অনেক দাসদাসী হারালেন।

যদিও বিপুল ক্ষতি ইয়োবকে আচ্ছন্ন করলো, তবুও ক্লিষ্ট ইয়োব ঈশ্বরকে অভিসম্পাত দেন নি, অথবা গালমন্দ করেন নি। ইয়োব ঘোষণা করলেন ঃ "আমি মাতার গর্ভ হইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব; সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, সদাপ্রভুই লইয়াছেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক" (ইয়োব ১:২১)। কনফিউসিয়াস বলেছেন ঃ "আমরা হাত মুঠো করে এ জগতে এসেছি, সঙ্গে কিছুই আনি নি; আমরা হাত খোলা অবস্থায় জগৎ ত্যাগ করবো, সঙ্গে কোন কিছু নিয়ে যাব না।" ইয়োব আমাদের বলছেন, জন্মের সময় তাঁর হাত খোলা ছিল। ঈশ্বর তাঁর হাতে প্রচুর সম্পদ রেখেছিলেন, এবং ঈশ্বর কখনও হাত মুঠো করেন নি। ঐ সমস্ত সম্পদ ঈশ্বরের ছিল, যখন তিনি সেগুলি সেখানে রাখলেন, এবং যে কোন সময় সেগুলি তুলে নিতে ঈশ্বর মনস্থ করলেন।

ইয়োব কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন! আমরা সতর্ক থাকবো যে ইয়োব আংশিকভাবে ভুল ছিলেন, যখন তিনি বললেন, সদাপ্রভু তাঁর সন্তান ও সমস্ত সম্পদ তুলে নিলেন। আমরা জানি, যেহেতু পর্দার আড়ালে আমরা রয়েছি, আসলে ইয়োবের সমস্ত সম্পদ শয়তান নিয়েছিল।

লক্ষ্য রাখুন, ইয়োব কীভাবে তাঁর ধন-সম্পত্তি হারালেন। উত্তপ্ত ধূলিঝড় অথবা মরু-ঝড়ের দাপটে তিনি তাঁর দশটি সন্তান হারালেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঘর ধ্বংস হলো,

ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়লো ও তাদের চূর্ণ বিচূর্ণ করলো। বজ্রসম "আকাশ থেকে অগ্নি" পতিত হলো, এবং তাঁর মেষপাল ও মেষপালকদের গ্রাস করলো। বীমা কোম্পানীগুলি ঐ ঘটনাসমূহকে "ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ" আখ্যা দিল। আমরা জানি, এগুলি ঈশ্বরের কাজ ছিল না, কিন্তু শয়তান দ্বারা ঐ সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটলো ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে, কিন্তু ইয়োব কোন কিছুই জানতেন না।

ইয়োব সম্বন্ধে শয়তান ও ঈশ্বর আর একটি আলোচনা-সভা করলেন। এক ধার্মিক মানুষের আদর্শ রূপে ইয়োবকে তিনি দ্বিতীয় বার তুলে ধরলেন। ধার্মিকতা বজায় রাখতে ইয়োবের মনোভাব সম্পর্কে শয়তান পুনরায় চ্যালেঞ্জ জানালো। সে ঘোষণা করলো, ঈশ্বরের প্রতি ইয়োব দোষারোপ করবেন, যদি ইয়োবকে যাতনাগ্রস্ত করতে ঈশ্বর তাকে অনুমতি দেন। ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিয়ে বললেন, শুধুমাত্র একটি সীমা মেনে তুমি ইয়োবকে কষ্ট দিতে পারো। তুমি ইয়োবের জীবন নিতে পারবে না। আপনি বলতে পারেন, ইয়োবকে যাতনাগ্রস্ত করতে ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিলেন, কারণ সেটাই যাতনার সংজ্ঞা, কেবল জীবন রেখে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেওয়া যাতনার সংজ্ঞা। ভয়ানক পীড়ায় ইয়োব উৎপীড়িত হলেন। বিদ্বানদের চিন্তা অনুযায়ী এই পীড়া ছিল খানিকটা গোদের মত, এটা কর্কট রোগের এক রূপ, যা দেহের রং বিকৃত করে, ছড়ানো ঘা লুকানো যায় না, কুষ্ঠ রোগের ক্ষতের মত দারুণ যন্ত্রণা দেয়। ইয়োব সর্বাধিক যাতনাগ্রস্ত হলেন, যখন কেবল তাঁর প্রাণ রইল।

দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা ইয়োবের অসহনীয় মনে হলো। তাঁর স্ত্রী পরামর্শ দিলেন, তুমি ঈশ্বরকে অভিশাপ দাও, এবং মরে যাও। তিনি উত্তর দিলেন ঃ "আমরা ঈশ্বর হইতে কি মঙ্গলই গ্রহণ করিব, অমঙ্গল গ্রহণ করিব না"? (ইয়োব ২:১০)। অনিবার্যভাবে ইয়োব এক প্রশ্ন শুধালেন ঃ "এক ধার্মিক মানুষ কি তার হাতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আশা করবেন, যেহেতু সে ধার্মিক?"

ইয়োব পুস্তকের দীর্ঘতম বিভাগে ইয়োব তাঁর স্ত্রীর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন। প্রথম অঙ্কের শেষে পর্দা পড়ার ঠিক আগে তিন জন জ্ঞানী বৃদ্ধ মিত্র ইয়োবের কাছে এলেন (২:১১)। ইয়োবকে সান্ত্বনা দিতে তাঁরা একসাথে এলেন। ইয়োবের মত তাঁরা পরিণত, বয়স্ক মানুষ ছিলেন, এবং তাঁরা বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তি রূপে পরিচিত ছিলেন। আজকের দিনে এই প্রকার লোকদের আমরা দার্শনিক ও ঈশতাত্ত্বিক বলি। ইয়োবের দৈহিক দুর্দশা দেখে তাঁরা এত মর্মব্যথা পেলেন যে সাত দিন অবধি তাঁরা নীরব রইলেন (পরে, সাত দিনের নীরবতা

চলাকালীন ইয়োব তাঁদের বলবেন তাঁদের শোক তাঁর পক্ষে সেরা চিকিৎসা)। তিন বন্ধুর নীরব বেষ্টনীর মধ্যে ইয়োবের বসে থাকাকালীন প্রথম অঙ্কের যবনিকা পতিত হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ব্যথার ব্যথী

দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য যখন পর্দা উঠবে, ইলীফস, বিল্‌দদ ও সোফর নামে ইয়োবের তিন বন্ধুর সঙ্গে আমরা পরিচিত হবো। যখন তাঁরা সাত দিন যাবৎ নীরবে ইয়োবের শোকে সহমর্মী হলেন, তাঁরা আদর্শ সান্ত্বনাদাতার পরিচয় রাখলেন, কারণ শুধুমাত্র উপস্থিতি দিয়ে তাঁরা ইয়োবকে সহজভাবে সান্ত্বনা দিলেন। যখন লোকেরা কষ্ট পায়, কোন এক বন্ধুর কেবল উপস্থিতি, কথা বলার চেয়ে অনেক সময় বেশি কাজ করে।

পক্ষান্তরে, ইয়োবের বন্ধুগণ অচিরে সান্ত্বনাদাতা হলেন, যাঁরা কোন সান্ত্বনা দিতে পারলেন না, কেননা ইয়োবের কষ্ট নিরসন করতে তাঁদের কাছে প্রবোধ-বাক্য ছিল না। ইয়োব এই অঙ্ক শুরু করলেন, যাকে আমি কথোপথন নামে অভিহিত করি, যখন কথোপকথনে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে তিনি নিজের জন্মদিনের উদ্দেশে অভিসম্পাত উচ্চারণ করলেন, তাঁর মাতৃ জঠরে আসার রাতকেও অভিশাপ দিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তিনি দোষারোপ করেন নি, যেমন শয়তান তাঁকে অভিসম্পাতকারী ভেবেছিল। পুস্তকের এই দীর্ঘতম বিভাগের পক্ষে নমুনা হলো, ইয়োবের কথা বলা শুরু করার আগে তাঁর এক বন্ধু উপদেশ দেবেন, যা ইয়োবের বক্তৃতার দ্বারা খণ্ডন করা হবে। এই আবর্তনের চারপাশে তাঁরা প্রায় তিন বার এই কাজ করবেন।

ইলীফস দাবি করলেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি সরাসরি বাক্য পেয়েছেন, এটি অন্তর্মুখী আত্মিক অভিজ্ঞতা, যা মানুষকে ঈশ্বরের ন্যায্য দয়াতে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মহা অধিকার নিয়ে তিনি ইয়োবকে বলতে পারলেন, তোমার জীবনে পাপ থাকার দরুন তুমি কষ্ট পাচ্ছ (ইয়োব ৪:১২-২১)।

সমাপ্তি-বাক্যে বিল্‌দদ বললেন, ইয়োব কষ্ট পাচ্ছিলেন, এবং তাঁর সন্তানরা নিজেদের পাপ হেতু মারা গেল (৮:১-৭)। পরিশেষে তিনি বললেন, ইয়োব এক পাপী

ছিলেন।

সোফর এক অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, এবং অজ্ঞতাবাদে অবিচল থেকে তিনি জানালেন, মানুষ তার কষ্টের কারণ জানতে পারে না, কিন্তু তিনি বললেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা, বুদ্ধি ও ধার্মিকতার কাজ (১১:৭-১২)। তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সম্মতি জানালেন যে ইয়োবের জীবনে পাপ হেতু ইয়োবের চরম দুর্দশা ঘটেছে। তিন বন্ধু "সান্ত্বনা-বাক্যে" বললেন, যেন ইয়োব অনুতাপ করেন।

এই সমস্ত উপদেশের সারসংক্ষেপে ইয়োব ও তাঁর বন্ধুগণ বললেন, যে প্রশ্ন ইয়োব তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ঈশ্বরের কাছ থেকে কী কী জিনিস এক ধার্মিক মানুষ আশা করতে পারেন, যেহেতু তিনি এক ধার্মিক মানুষ?" তাঁরা সকলে সম্মত হলেন যে ঈশ্বর উত্তম দ্রব্য উত্তম মানুষের হাতে রাখেন ও মন্দ দ্রব্য মন্দ মানুষের হাতে রাখেন। তাঁরা উভয়সংকটে পড়লেন, কারণ ইয়োব এক ধার্মিক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বর বাহ্যিকভাবে ইয়োবের হাতে মন্দ দ্রব্য রাখলেন। তাঁদের অসম্মতি খুব ধারালো ও উত্তপ্ত মনে হলো, যখন তাঁরা এই উভয়সংকট সমাধান করতে চাইলেন।

এই বক্তৃতাগুলির পরিসমাপ্তিতে ইয়োবের বন্ধুগণ সম্মত হলেন যে ইয়োব এক অধার্মিক মানুষ ছিলেন। যদিও তাঁর মুখমণ্ডলে ধার্মিকতার ছাপ ছিল, তবুও তাঁরা একযোগে বললেন, ইয়োবের জীবনে গোপন পাপ ছিল। তাঁদের এক জন ইয়োবকে খামখেয়ালী আখ্যা দিলেন ও তাঁকে বললেন, তাঁর প্রাপ্য অপেক্ষা ঈশ্বর তাঁকে কম শাস্তি দিচ্ছিলেন। অন্য জন বিশ্বাসে ব্যক্ত করলেন, ইয়োবের সন্তানদের জীবনে পাপ থাকার কারণে ঈশ্বর তাদের প্রাণ নিলেন ও ইয়োবকে ভয়ানক কষ্ট দিলেন। তাঁরা সকলে ইয়োবকে অনুপ্রাণিত করলেন, যেন তিনি তাঁর পাপ স্বীকার ও অনুতাপ করেন। আপনি সহজেই বুঝতে পারেন তাঁদের উপদেশ ইয়োবকে সান্ত্বনা দিতে পারলো না কেন!

ইয়োব তাঁর বক্তৃতায় জোর দিয়ে বললেন যে তিনি ধার্মিক ছিলেন। তাঁর নিশ্চয়তা সম্পর্কে তিনি এত দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে ধার্মিকপ্রবণ হয়েও তাঁকে কষ্টে রাখার জন্য তিনি ঈশ্বরের ধার্মিকতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এই সংলাপ শেষ হলো, যখন ইয়োবের সান্ত্বনাদাতারা সমাপ্তি-বাক্যে বললেন যে তাঁরা কখনও ইয়োবের মধ্যে দৃঢ়-প্রত্যয় উৎপাদন করেন নি যে ইয়োব এক পাপী।

যদিও ইয়োবের বন্ধুগণ আত্মিক ও শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, পরবর্তী সময়ে ঈশ্বর স্পষ্টভাবে তাঁদের বললেন ঃ "আমার দাস ইয়োব যেরূপ বলিয়াছে, তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রূপ যথার্থ কথা বল নাই ..... কেননা আমার দাস ইয়োবের ন্যায় তোমরা আমার বিষয়ে যথার্থ কথা বল নাই" (৪২:৭-৯)।

ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথনের পরে আমরা ইয়োবের ব্যগ্রতাসূচক বচন শুনতে পাই, যিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পরবর্তী দিনগুলিতে সংলাপ রাখলেন যে তিনি ধার্মিক ছিলেন - অথচ তাঁর স্বীকারোক্তিতে তিনি নিজেকে দুষ্ট বিবেচনা করলেন (৪০:৪)। ইয়োবের বন্ধুদের বক্তৃতা পাঠ করার সময় মনে রাখবেন, পুস্তকটির শেষে ঈশ্বর তাদের বললেন, ইয়োব সম্বন্ধে তাদের সমস্ত কথা ভুল ছিল, এবং তাঁর সম্বন্ধে তাদের বক্তব্যে ত্রুটি ছিল। ইয়োবের ব্যক্তিগত ধার্মিকতা-আচ্ছাদিত বক্তৃতাগুলি পাঠ করার সময় পুস্তকটির শেষ ভাগে উপলব্ধি করুন, ইয়োব ঈশ্বরকে দেখতে পেলেন, নিজেকে ঘৃণিত ভাবলেন, এবং ধূলিতে ও ভস্মে বসে অনুতাপ করলেন। নিজের প্রতি প্রশ্ন রাখুন, "ইয়োব নিজেকে ঘৃণা করলেন কেন, এবং কী সম্বন্ধে তিনি অনুতপ্ত হলেন?"

যখন ইয়োবের বন্ধুরা সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে তাঁরা ইয়োবকে একেবারেই প্রত্যয়ী করতে পারবেন না যে তাঁর যাতনার পেছনে রয়েছে তাঁর নিজ পাপ, এবং ইয়োবের শেষ বক্তৃতা আমরা পড়বো, তখন দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পতিত হবে।

দুই অধ্যায়

সমাধান - তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্কের পর্দা উত্থিত হলে ইয়োব ও তাঁর বন্ধুদের গোলাকার হয়ে বসে থাকতে দেখা যাবে, কিন্তু তাঁদের মাঝে আর একজন থাকবেন। তাঁর নাম ইলীহূ , এবং

ইয়োব ও তাঁর বন্ধুদের চেয়ে ইলীহূর বয়স যথেষ্ট কম। এই তরুণ কথা বলতে গিয়ে বোঝাতে চাইবেন যে কিছু বলতে গিয়ে তিনি যেন দ্বিধাগ্রস্ত , কারণ তাঁদের সামনে তিনি অল্পবয়স্ক এক যুবক। অবশ্য দুটি যুক্তির জন্য তিনি কথা বলতে মনস্থির করে থাকেন। প্রথমতঃ, তিনি উপলব্ধি করেছেন, যে কোন বয়সে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে প্রজ্ঞা আসে। তাঁর বক্তব্যের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, তিনি জানতে পেরেছেন, সেখানে উববিষ্ট বন্ধুজনেরা কোন ভাবেই তাঁদের উভয়সংকটের সমাধান খুঁজে পাবেন না, কারণ তাঁরা ভুল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন।

ইয়োবের যাতনা-সম্পর্কিত সংকটের সমাধান ইলীহূর বক্তৃতায় ও সেই বক্তৃতার উদ্দেশ্যে ইয়োবের প্রত্যুত্তরে পাওয়া যায়। বক্তৃতার মাঝখানে ইলীহূ ইয়োবকে বললেন, আপনি উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করুন, এবং আপনার কষ্টের কারণ জানতে ঈশ্বরীয় কার্যক্রম বুঝতে প্রয়াসী হোন। যুবকটির এই সুস্পষ্ট অনুপ্রাণিত বাক্যানুসারে ইয়োব তাঁর স্ত্রীকে ভুল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, কারণ এই প্রশ্ন ইয়োবের খোলা হাত তাঁর কষ্টের মাঝখানে রেখেছিল। ইলীহূ ঐ ভুল প্রশ্নের স্থানে সঠিক প্রশ্ন রাখলেন, যথাঃ "আপনি কি ইহা ন্যায্য জ্ঞান করিতেছেন? আপনি কি বলিতেছেন, 'ঈশ্বরের ধর্ম হইতে আমার ধর্ম অধিক?' কারণ আপনি বলিতেছেন, 'আমার কি উপকার? পাপ করিলে যাহা হইত, তাহা অপেক্ষা আমার কি লাভ হইবে?' আমি আপনাকে উত্তর দিব, আপনার বন্ধুজনকেও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিব। আকাশমন্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখুন, মেঘমালা নিরিক্ষণ করুন, তাহা আপনা হইতে উচ্চ। আপনি যদি পাপ করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কি করিবেন? অধর্মের বাহুল্যে আপনি তাঁহার কি করিবেন? যদি ধার্মিক হন, তাঁহাকে কি দিতে পারেন? আপনার হস্ত হইতেই বা তিনি কি গ্রহণ করিবেন?" (ইয়োব ৩৫:২-৭)।

যদি আপনার কষ্টের মাধখানে খোলা হাত রেখে আপনি প্রশ্ন করেন," আমার হাতে ঈশ্বর কী রাখবেন?", তাহলে আপনি ভুল জানতে চাইবেন ও ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্কে ভুল মনস্ক থাকবে। ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করা মানুষের প্রধান শেষ সীমা। এর অর্থ হলো, আমাদের কষ্টের ও জীবনের মাঝখানে আমরা যেন ঈশ্বরের হাত রাখি ও সর্বদা জানতে চাই, "ঈশ্বরের হাতে আমি কি রাখছি?"

মনে রাখুন, ইয়োব সম্পর্কে শয়তানের অভিযোগ আজকের দিনে আমরা উপযোগবাদী বিশ্বাসী বলি। রুটি ও মাছ আহার করার জন্য যারা যীশুর অনুগামী হয়েছিল, তাদের মত ইয়োব তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন;তাঁর এই ধার্মিক জীবন যাপন করা অনুসারে।

ইতিপূর্বে আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম,"ঈশ্বরকে দেখতে পেয়ে ইয়োব নিজেকে ঘৃণা করলেন কেন? "ঈশ্বরকে চাক্ষুষ দেখার পর কী কারণে ইয়োব অনুতপ্ত হলেন?" আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা ও ইলীহূর বক্তৃতা শুনে ইয়োব উপলব্ধি করলেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মাঝখানে তিনি তাঁর হাত রাখছেন। এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না, যত দিন না ঈশ্বর তাঁকে কষ্টের মধ্যে রাখলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন,তিনি ঈশ্বরের উপযোগী হতে চলেছেন, তিনি নিজেকে ঘৃণা করলেন,এবং ধুলিতে ও ভস্মে বসে অনুতপ্ত হলেন।

যদিও সান্ত্বনা দাতাদের উপদেশ শুনে ইয়োব তীব্র অসন্মতি জানালেন, কিন্তু যুবকটির সঙ্গে তিনি অসন্মত হলেন না। যুবকের উৎসাহ-বাণী অনুযায়ী তিনি কাজ করলেন। তিনি উর্দ্ধে তাকালেন, এবং ঘূর্ণবায়ুর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে পেলেন ।

ঈশ্বর ও তাঁর মধ্যে কিছুক্ষণ কথোপকথন হলো, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সংলাপের পরে তিনি জোর গলায় বললেন: "দেখ, আমি দুষ্ট, আমি আমার মুখে হাত রেখেছি আমি অগ্রসর হতে পারবো না।" ঈশ্বরের সঙ্গে আরও কথাবার্তার পরে বললেন: "পূর্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল। এই নিমিত্ত আমি ঘৃণা করিতেছি, ধূলায় ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি" (ইয়োব ৪২:৫-৬)।

ইয়োবের অনুতাপের পরে ঈশ্বর তাঁর বন্ধুদের প্রতি ভর্ৎসনা বাণী উচ্চারণ করলেন। এই পরিবেশ দেখে ইয়োব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন। যখন ইয়োব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন, ঈশ্বর ইয়োবের সম্পত্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলেন। তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তিতে যবনিকা পতিত হলো, পরে ঈশ্বর সত্যি ইয়োবকে দ্বিগুণ সম্পত্তি দিলেন, এবং তিনি সাত পুত্র ও তিন কন্যার জনক হলেন।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

পাঁচটি কাব্য-পুস্তকের এই প্রথম পুস্তক ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য, যা মর্মভেদী। এক অর্থে, যাতনাময় এই প্রচীন বীরত্ব-কাহিনী স্বর্গসুখ সম্বন্ধে পর্বতে দত্ত যীশুর শিক্ষাগুলির এক বিস্তারিত উদাহরণ হতে পারে ঃ "ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে" (মথি ৫:৪)। অনেক সময় নূতন নিয়মের শিক্ষা পুরাতন নিয়মে সম্প্রসারিত ও বর্ণিত হয়। নূতন নিয়মে যীশু এই মহৎ শিক্ষা একটি বাক্যে প্রদান করলেন, কিন্তু ইয়োবের পুস্তক এক

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সেই সত্য প্রয়োগ করলো ও তিনটি ধাপ আমাদের শেখালো, যা থেকে খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞাত সান্ত্বনা ও আশীর্বাদ শোকার্তজনদের প্রতি বর্তে। এই তিনটি ধাপ ঃ নিম্নরূপ—

প্রথম ধাপ ঃ যাতনার সময়কে আপনার মনকে প্রশ্ন করতে দিন, হয়তো আপনার জীবনে প্রথম বার আপনি যথার্থ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। এ বিষয়ে আমাদের জন্য ইয়োবের আদর্শের প্রতি নজর দিন। এই পুস্তক পাঠ করার সময় লক্ষ্য রাখুন, যাতনাগ্রস্ত হয়ে ইয়োব কিভাবে ব্যাকুলতা নিয়ে জানতে চাওয়ার নির্য্যাস হল ঃ "ঈশ্বর কি আমার দুর্দশা দেখতে পাচ্ছেন? যদি সমাধি আমার একমাত্র আশা হয়, তাহলে কোথায় আমার আশা? মানুষ কী যে তুমি তার পরীক্ষা করো ও তার কাছ থেকে অনেক কিছু পেতে চাও? মাতৃজঠর থেকে ঈশ্বর আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে দিলেন কেন? আমাকে সহায়তা দিতে আমার কি শক্তি আছে? যখন মানুষ মারা যায়, তার দেহ ভূমিতে শায়িত হয়, কিন্তু সে কোথায় থাকে? যদি একটি মানুষ মরে, সে কি পুনর্জীবিত হয়? (১৪:১০, ১৪)। ঈশ্বর চান, যেন এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমরা জানতে চাই, যখন আমরা ক্লিষ্ট ও শোকার্ত হই।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ শোকের প্রাবল্য আপনাকে সেই স্থানে নিয়ে আসুক, যেখানে ঈশ্বরের কাছ থেকে যথার্থ প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি শুনতে পাবেন। ইয়োব প্রশ্ন করলেন, "মানুষ মারা গেলে সে কি আবার বেঁচে ওঠে? পুনর্জীবন পায়?" ঈশ্বর সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যখন তিনি ইয়োবের সম্পত্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলেন। লক্ষ্য রাখুন, ঈশ্বর আসলে গবাদি পশু দ্বিগুণ করলেন, কিন্তু তিনি সাত পুত্র ও তিন কন্যা জুড়ে দিলেন, যখন ইয়োবের অন্যান্য সম্পদ তিনি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন।

জানবার বিষয় হলো, যখন পশুরা মারা গেল, তাদের মৃত বলা হলো, কিন্তু যখন পুত্রকন্যারা মারা গেল, অনন্ত রাজ্যে তাদের অস্তিত্ব বজায় রইল। ইয়োবের সন্তানদের সংখ্যা দ্বিগুণ করার জন্য ইয়োবের জন্য ঈশ্বরকে কেবল আরও সাত পুত্র ও তিন কন্যা দিতে হলো। অনন্ত দৃশ্যশ্রেণী অনুযায়ী ইয়োব সর্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুত্র ও ছয় কন্যা পেলেন। "মানুষ মারা গেলে সে কি আবার বেঁচে ওঠে? সে কি পুনর্জীবিত হয়?" — ইয়োবের এই প্রশ্নের উত্তর ঈশ্বর এই ভাবে দিলেন।

ইয়োবের প্রশ্নগুলির উত্তর ঈশ্বর যেভাবে দিয়েছিলেন, এই ধরনের অনেক উত্তর

আপনি শাস্ত্রে খুঁজে পাবেন, যেমন ২৩ গীতে ও নূতন নিয়মে যীশু আমাদের বলেছেন ঃ "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করবে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে" (যোহন ১১:২৫)। শাস্ত্র অনুসন্ধান করলে যথার্থ প্রশ্নগুলির প্রতি ঈশ্বরের সন্তোষজনক অনেক উত্তর আপনি খুঁজে পবেন। প্রার্থনা সহকারে সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আর ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যে উল্লিখিত ঐ সমস্ত উত্তর নিয়ে ঈশ্বরের পরিচালনা জানতে পরে সযত্নে শ্রবণ করুন।

তৃতীয় ধাপ ঃ শোকের প্রভাবে আপনি সেই স্থানে আসুন, যেখানে যথার্থ প্রশ্নগুলির প্রতি ঈশ্বরের উত্তর শুনে আপনি বিশ্বাস করবেন। যখন আপনি সঠিক প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে চান, সেই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে ঈশ্বরের উত্তর শুনুন, এবং সঠিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ঈশ্বরের উত্তর বিশ্বাস করুন, তাহলে শোকার্তদের উদ্দেশে যীশুর অঙ্গীকৃত আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা আপনি জানতে পারবেন। বাইবেল অনুযায়ী সেই আশীর্বাদ ও সান্ত্বনাকে বলা হয় "পরিত্রাণ"।

তিন অধ্যায়

ঈশ্বরের লোকদের যাতনা সম্পর্কে বাইবেল-সম্মত ত্রিশটি যুক্তি

হাজার হাজার বছর ধরে ঈশ্বরের লোকেরা একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছেন ঃ "ধার্মিক কষ্ট পায় কেন?" ইয়োবের পুস্তকে এই প্রশ্নের যথার্থ ও বোধগম্য উত্তর রয়েছে। বাইবেলের মধ্যে কেবল ইয়োবের পুস্তকে এই প্রশ্নের উত্তর নেই। আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত ঈশ্বরের বাক্যে তাঁর লোকদের যন্ত্রণা ভোগকরণের উল্লিখিত বিষয় আপনার চোখে পড়বে। এই অধ্যায়ে যাতনা সম্বন্ধে বাইবেল-সম্মত ত্রিশটি ব্যাখ্যা আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

১। যাতনা আমাদের শেখাতে পারে যে স্বয়ং ঈশ্বর সকল সান্ত্বনার উৎস। একটি চিন্তা পৌলকে সান্ত্বনা দিল, যখন এশিয়াতে তিনি গভীর দুঃখের মধ্যে ছিলেন ঃ "ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা; তিনিই করুণা-সমষ্টির পিতা এবং সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর" (২ করিন্থীয় ১:৩)। যাতনার প্রেরণায় পৌল আবিষ্কার করতে পারলেন যে ঐ দুর্দশার সময় ঈশ্বর সেখানে ছিলেন ও তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি একই বিষয় আবিষ্কার করতে আমাদের চালেঞ্জ দিয়েছেন, যখন আমরা যাতনার মধ্যে থাকি।

২। দুঃখ যাতনা ভোগকরণ আমাদেরকে অন্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, গঠন ও শিক্ষাদান করে। অধ্যায়ের শুরুতে উল্লিখিত চিন্তা পৌলের লেখাতে বজায় রইল ঃ "তিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদিগকে সান্ত্বনা করেন, যেন আমরা নিজে ঈশ্বর-দত্ত সান্ত্বনায় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই, সেই সান্ত্বনা দ্বারা সমস্ত ক্লেশের পাত্রদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি" (২ করিন্থীয় ১:৪)। একজন সুসমাচার-প্রচারক একটি ভিক্ষুক, যিনি অন্য ভিক্ষুককে রুটির সন্ধান দেন। সান্ত্বনাপ্রাপ্ত এক শিক্ষিত পরিচারক এক মর্মব্যথী, যিনি অন্য মর্মব্যথী মানুষকে সান্ত্বনার সন্ধান দেন। যখন আমরা সান্ত্বনা আবিষ্কার করি, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায়, আমরা সান্ত্বনাদাতা শিক্ষিত পরিচারকে পরিণত হই। কেবল যাঁদের কষ্ট পাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, যার তাড়নায় ঈশ্বরীয় সান্ত্বনা আবিষ্কার করতে যান, তাঁরা অন্য মর্মব্যথীকে সান্ত্বনাদাতার সন্ধান দিতে পারেন।

৩। কষ্টের তাড়নায় আমরা ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করি। যাকোবের পত্র অনুযায়ী আমাদের কষ্ট এমন স্থানে আমাদের নিয়ে যায়, যখন আমরা দিশেহারা হই, আমরা যেন ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞার জন্য মিনতি করি, যা আমাদের নেই। "যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক ..... তাহাকে দত্ত হইবে" (যাকোব ১:৫)। যাকোব আমাদের নিশ্চয়তা দেন, আমাদের প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা আমাদের ওপরে ঈশ্বর বর্ষণ করবেন।

৪। দুঃখক্লেশ ভোগকরণ আমাদেরকে আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার দিকে চালিত করে। যাকোব ভাবলেন, যাতনা আমাদের "সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ করে, কোন বিষয়ে অভাব থাকে না" (যাকোব ১:৪)। বিশ্বাসের পরীক্ষা বিশ্বাসের আস্থায় আমাদের নিয়ে যায়। বিশ্বাসের আস্থা বিশ্বাসের বিজয়ে আমাদের উত্তরণ দেয়, অথবা আমরা "জীবনমুকুট" পাই (১২ পদ)।

৫। যাতনা থেকে আমরা ঈশ্বরের সীমাহীন অনুগ্রহ পাই। ঈশ্বর যখন আমাদের প্রজ্ঞা দেন, আমাদের দিশেহারার সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের প্রয়োজন, যেন আমাদের প্রতি দত্ত ঈশ্বরের প্রজ্ঞা আমরা কাজে লাগাতে পারি। পৌল লিখেছেন ঃ "আর ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্বপ্রকার অনুগ্রহের উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সর্ববিষয়ে সর্বদা সর্বপ্রকার প্রাচুর্য্য থাকায় তোমরা সর্বপ্রকার সৎকর্মের নিমিত্ত উপচিয়া পড়" (২ করিন্থীয় ৯:৮)। সর্বপ্রকার অনুগ্রহ, সর্ব বিষয়ের, সর্বদা, সর্বপ্রকার প্রাচুর্য্য, সর্ববিষয়, প্রাচুর্য্য, সর্বপ্রকার সৎকর্ম। বিস্মিত হওয়ার নয়, কেননা পৌল আমাদের বলেন, ক্লেশের সময় আমাদের উল্লসিত হওয়া উচিত, যার প্রেরণায় প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের এই ধন-ভাণ্ডার আমরা আবিষ্কার করি।

৬। ক্লেশ আধ্যাত্মিক চরিত্র উৎপন্ন করে। ক্লেশ আমাদের চরিত্রের এক গুণ উৎপন্ন করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যা হারিয়ে যাবে না ঃ "নানবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করিতেছি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ ধৈর্য্যকে, ধৈর্য্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না" (রোমীয় ৫:৩-৫)। ধৈর্য্য ও পরীক্ষাসিদ্ধতার বর্ণনাকে আমরা "দৃঢ়তা" বলতে পারি। এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো লেগে থাকা এবং অবিচল চরিত্র বজায় রাখা। কমলালেবুর যেভাবে কমলালেবু হয়, সেই ভাবে আমাদের ধৈর্য্যশীল ও পরীক্ষাসিদ্ধ হতে হবে। কমলালেবু ঝুলতে থাকে যত দিন না সেটা উপযুক্ত কমলালেবুতে পরিণত হয়। ক্লেশ দ্বারা আধ্যাত্মিক চরিত্রের সেই আবশ্যকীয় দিক্ বিকশিত হয়।

৭। যৌবনকালে কষ্ট করলে বয়সকালে আমরা শক্তি পাই। বিলাপ ৩:২৭ শিক্ষা দেয় ঃ "যৌবনকালে যোঁয়াল বহন করা মানুষের মঙ্গল।" কম বয়সী পুরুষ ও মহিলা যখন ক্লিষ্ট ও পরীক্ষিত হয়, তারা দৃঢ়তাপূর্ণ শক্তি পায়, পূর্ণ বয়সে কষ্টের মোকাবিলা করতে তাদের যা প্রয়োজন।

৮। ক্লেশ সুসমাচারের পরিচারকদের প্রশিক্ষণ দেয়। পৌল লিখলেন ঃ দুঃখভোগের পথে আমরা ঈশ্বরের পরিচারক হওয়ার প্রমাণ রাখি ঃ "আমরা কোন বিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মাই না, যেন সেই পরিচর্যা-পদ কলঙ্কিত না হয়; কিন্তু ঈশ্বরের পরিচারক বলিয়া সর্ববিষয়ে আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র দেখাইতেছি, — বিপুল ধৈর্য্যে, নানা প্রকার ক্লেশে, অনটনে, সঙ্কটে, প্রহারে, কারাবাসে, উপপ্লবে, পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, অনাহারে, শুদ্ধতায়, জ্ঞানে. চিরসহিষ্ণুতায়, মধুরভাবে, পবিত্র আত্মায়, অকপট প্রেমে, সত্যের বাক্যে, ঈশ্বরের পরাক্রমে" (২ করিন্থীয় ৬:৩-৭)। ক্লেশ এমন গতিশীল, এই "শিক্ষালয়" প্রতিষ্ঠিত করতে ঈশ্বর যা

ব্যবহার করেন, যেখানে তিনি সুসমাচার-প্রচারকদের প্রশিক্ষণ দেন।

৯। আমাদের বিশ্বাসের গমনপথে দুঃখভোগ "অলৌকিক পথ-নির্দেশক প্রস্তর" উৎপন্ন করে। মহা সংকট চলাকালীন দায়ূদ যখন মুক্তির জন্য (গীতসংহিতা ৩:১-৬) প্রার্থনা করলেন, প্রমাণিত বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা সহকারে তিনি প্রার্থনা করলেন, কারণ ইতিপূর্বে তিনি তাঁর জীবনে সংকটের সময় ঈশ্বরীয় বিশ্বাসের প্রমাণ রাখলেন। যে কোন সময় আমরা প্রমাণ করতে পারি যে সংকটের সময় ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, যখন এক "অলৌকিক পথ-নির্দেশক প্রস্তর" আমরা পাই, যা আমাদের জীবনে বর্তমানে ও আগামী দিনে আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিযুক্ত ও অনুপ্রাণিত করবে।

১০। ঈশ্বরীয় পরিত্রাণের পক্ষে দুঃখভোগ একটি পথ প্রস্তুত করে। যিশাইয় প্রচার করলেন যে মশীহের জীবন এক রাজপথ হবে, যে পথ বেয়ে এই পৃথিবীতে ঈশ্বর পরিত্রাণ আনবেন ঃ "বক্র স্থান সরল হইবে, উচ্চনীচ ভূমি সমস্থলী হইবে; আর সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, আর সমস্ত মর্ত্য একসঙ্গে তাহা দেখিবে" (যিশাইয় ৪০:৪,৫)। যীশুর জীবন ছিল এক রাজপথ, যে পথে ঈশ্বর ও পরিত্রাণ এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করলেন। খ্রীষ্ট-সদৃশ হওয়া মানে আমাদের রাজপথ হওয়া উচিত, সে পথে ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে পরিত্রাণ আনেন। আমাদের জীবনের মাধ্যমে অন্যদের জীবনে ঈশ্বর পরিত্রাণ আনতে পারেন, যখন পর্বতসম আমাদের দম্ভ সরল হবে, আমাদের শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ হবে, আমাদের দুষ্টতাপূর্ণ পাপ সোজা করা হবে, এবং আমাদের যাতনার এবড়ো-খেবড়ো দাগ মিটে যাবে।

১১। দুঃখভোগ ঈশ্বরের পরাক্রম প্রকাশ্যে প্রদর্শন করে। যখন পৌল প্রার্থনা করলন, হে ঈশ্বর, আমার দেহে স্থিত কন্টক দূর করে দাও, ঈশ্বর তাঁকে বললেন ঃ "আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট, কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়" (২ করিন্থীয় ১২:৯)। আমাদের দুর্বলতা একটি প্রদর্শনী-বাক্স হতে পারে, যেখানে ঈশ্বর তাঁর শক্তি ও পরাক্রম দেখান। দীর্ঘকালস্থায়ী হয়রানির পক্ষে এ এক ব্যাখ্যা হতে পারে, যেখানে নানা প্রকার ক্লেশ যুক্ত থাকে। আমাদের অক্ষমতা ঈশ্বরের যোগ্যতা দেখাতে পারে।

১২। আমাদের অপ্রাচুর্য ঈশ্বরীয় প্রাচুর্যের প্রদর্শনী-বাক্স হতে পারে। দুঃখভোগ অনেক সময় আমাদের নিঃস্ব বানায়। দেহে অবস্থিত কন্টক দ্বারা পৌল অত্যধিক দুর্বল

হয়েছিলেন (২ করিন্থীয় ১২:৭-১০)। কিন্তু যখন আমরা দুর্বল, ঈশ্বর তখন সবল। যখন আমরা অসমর্থ, তিনি সমর্থ। আমাদের দুঃখভোগ কাজে লাগিয়ে ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দেন যেখানে আমাদের শক্তি ফুরিয়ে যায় সেখানে তাঁর শক্তি শুরু হয়।

১৩। দুঃখ ক্লেশের সময় নম্রতা শিখে নেওয়ার এক সুযোগ থাকে। পৌল লিখলেন ঃ "ঐ প্রত্যাদেশের অতি মহত্ত্ব হেতু আমি যেন অতিমাত্র দর্প না করি, এই কারণে আমার মাংসে একটা কন্টক, শয়তানের এক দূত, আমাকে দত্ত হইল, যেন সে আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করে, যেন আমি অতিমাত্র দর্প না করি" (২ করিন্থীয় ১২:৭)। যখন আমাদের সম্বন্ধে তোষামোদ শুনতে ও ঈশ্বরের প্রাপ্য গৌরব হরণ করতে আমরা প্রলুব্ধ হই, তখন ঈশ্বর আমাদের ব্যবহার করেন; কোন কোন সময় দুঃখের মধ্যে তিনি আমাদের রাখেন, যেন আমরা নম্র হই।

১৪। দুঃখেভোগের অভিজ্ঞতা অনেক সময় আনন্দময় অভিজ্ঞতায় আমাদের নিয়ে যায়। ১২৬ গীতে আমরা পড়ি ঃ "যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দগান-সহ শস্য কাটিবে" (৫ পদ) কষ্টের সময় আমাদের চোখের জল বহুবার "অজস্র বীজ" হয়, এবং একদিন আনন্দের ফসল ফলায়। যদিও একটি ঋতুতে কষ্ট থাকে, বিপুল ফলনে তা আনন্দ ছড়ায়। কোন কোন সময় অনন্ত রাজ্যের জন্য আমাদের প্রতীক্ষায় থাকতেই হবে, যেন আমরা আনন্দময় কোলাহল জানতে পারি।

১৫। দুঃখভোগ চলাকালীন কিছু কাল আমাদের "উৎপীড়িত" হতে হয়, যা চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যীশু শিক্ষা দিলেন আমরা শাখা এবং তিনি দ্রাক্ষালতা। ফলবন্ত জীবন বজায় রাখতে চাইলে খ্রীষ্টের সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের দ্রাক্ষালতার সঙ্গে আমরা যেন অবিরাম সংযোগ রাখি। ফলদায়ী থাকতে চাইলে বেদনাদায়ক কাটা-ছেঁড়া আমাদের সইতে হবে, কিন্তু কাটা-ছেড়ার ফলে আমরা অধিক ফল উৎপন্ন ও খ্রীষ্টে আনন্দময় জীবন যাপন করতে পারবো (যোহন ১৫:২, ১১)।

১৬। দুঃখভোগ খ্রীষ্টকে জগতে প্রকাশ করে। পৌল লিখলেন, আমরা কষ্ট পাই, যেহেতু আমরা পৃথিবীর আধার (মাটির ক্ষুদ্র পাত্র); সুতরাং কষ্ট আমাদের পেতেই হবে, যেন খ্রীষ্ট-রূপ মূল্যবান ধন আমরা প্রকাশ করতে পারি, যিনি মহাজ্যোতি স্বরূপ আমাদের চিড় ধরা ক্ষুদ্র পাত্রগুলির মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতে আলো দেন (২ করিন্থীয়

৪:৭-১০)। কষ্ট পাওয়ার সময় আমরা সর্ব দিক্ থেকে "যাতনাগ্রস্ত হই, কিন্তু চূর্ণ হই না", কেননা এই মর্ত দেহে আমরা ঈশ্বরীয় পরাক্রমের মহিমা প্রকাশ করি।

১৭। দুঃখভোগ আমাদের অন্তরস্থ মানুষের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। আমাদের বাইরের মানুষ নিতান্ত অস্থায়ী, কিন্তু ভেতরের মানুষ চিরস্থায়ী। যখন আমাদের বাহ্যিক মানুষ ক্ষয় পায়, আমাদের আভ্যন্তরীণ মানুষ প্রতিদিন অনন্ত রাজ্যের জন্য নবায়িত হয় (২ করিন্থীয় ৪:১৬)। আমাদের কষ্ট সাময়িক, কিন্তু আমাদের কষ্টের ফলশ্রুতি অনন্তকালীন। এই চমৎকার ধ্যান-ধারণা আমরা অন্যদের জানাতে পারি, যারা সাংঘাতিক দুঃখ-বেদনার মোকবিলা করছে, তারা যেন অনন্ত রাজ্যের উপলব্ধি পায়।

১৮। দুঃখভোগ অনন্ত মূল্যসমূহ আমাদের শেখাতে পারে। আমাদের বলা হয়েছে, শেষ দিনগুলিতে পৃথিবী কম্পিত হবে, যখন অনন্ত মূল্যবান বিষয়গুলি কম্পিত না হয়ে স্থির থাকবে (ইব্রীয় ১২:২৫-২৯)। যেহেতু আমাদের জীবন পার্থিব, এবং আমাদের মূল্য এই পৃথিবীর পার্থিব বিষয়গুলিতে বাঁধা পড়ে থাকে, সেই কারণে ঈশ্বর কোন কোন সময় আমাদের কষ্ট দেন, যেন পার্থিব বিষয়সমূহ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমরা উর্ধে তাকাই ও অনন্ত মূল্যবান বিষয়গুলিতে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি।

১৯। দুঃখভোগ আমাদের শোধন করে। আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ (ইব্রীয় ১২:২৯)। আমাদের জীবনে বাসকারী তাঁর পবিত্র স্বভাবের প্রতিরোধী যে কোন স্বভাবকে পুড়িয়ে বিনষ্ট করতে তিনি কোন কোন সময় কষ্ট কাজে লাগান। পরিমার্জনের এই প্রক্রিয়া, যা অনন্ত কালের পক্ষে আমাদের প্রস্তুতি দেয়, তা কষ্টের রূপ ধরে আমাদের জীবনে আসতে পারে।

২০। কোন কোন সময় কষ্ট থেকে মন্দ মনোনয়নের ফলন হয়। আমরা যা বুনি, তাই কাটি। যদি আমরা দুর্নীতি বপন করি, তাহলে দুর্নীতি চয়ন করবো। এক দুর্নীতিগ্রস্ত ও নীতিভ্রষ্ট মন লম্পট ও অনৈতিক জীবনে নিয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে কষ্টে থাকাকালীন এক ঝাঁক মন্দ ফল আমরা চয়ন করি, কেননা আমাদের জীবন-উদ্যানে মন্দ বীজ আমরা রোপণ করেছিলাম (গালাতীয় ৬:৭, ৮)।

২১। দুঃখক্লেশের সময় ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমাদের পরিচয় নিশ্চিত হয়। ঈশ্বর বিশ্বস্ত রূপে তাদের নিয়মানুবর্তী করেন, যারা তাঁর সত্যিকার সন্তান (ইব্রীয় ১২:৪-

১১; যোহন ১:১২, ১৩)। তাঁর সন্তানদের জন্য তিনি দায়িত্ব আরোপ করেন, কেননা তাদের প্রতি তিনি সেই দায়িত্ব দেন না, যারা তাঁকে পিতা ও প্রভু বলে না। যেহেতু তিনি আমাদের পিতা ও আমরা তাঁর সন্তান, তাই যখন আমরা পাপ করি তিনি আমাদের শাসন করেন।

২২। অনেক সময় আমাদের কষ্ট ভোগ সেই ইঙ্গিত দেয় যে খ্রীষ্ট আমাদের সহভাগিতা চান। পুনরুত্থিত ও জীবিত খ্রীষ্ট তাদের হৃদয়ে আঘাত দিচ্ছেন, তাঁর উদ্দেশে সমর্পিত জীবনে যারা শীতল বা তপ্ত নয়। এই আঘাত তাঁর ভর্ৎসনা ও চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ আমরা তাঁকে মুক্তিদাতা বলছি, কিন্তু প্রভু সম্বোধন করছি না (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৯, ২০)। আমাদের জীবনের সকল অর্থপূর্ণ বিভাগে তিনি তাঁর ইচ্ছা বলবৎ করতে ও আমাদের সান্নিধ্য পেতে চান। কষ্টের আকারে খ্রীষ্টের এই আঘাত আসতে পারে।

২৩। "শূকরের শুঁটি" খাওয়ার মত কষ্ট অনেক সময় স্বেচ্ছাচারীদের ফিরে আসা ত্বরান্বিত করে। অপব্যয়ী পুত্র যেমন সম্বিত ফিরে পেলো, যখন "শূকরের শুঁটি" খাওয়ার কষ্ট তাকে জর্জরিত করলো (লূক ১৫:১৭)। অনুরূপ ভাবে এই পৃথিবীর চরম দুঃখের মর্মব্যথা আমাদের সেই চেতনা দিতে পারে, যার প্রেরণায় আমরা অনুতাপ করবো, এবং পিতার সহভাগিতায় ও মূল্যে ফিরে এসে নিশ্চিন্ত হতে পারবো।

২৪। যাতনাময় শাসন ও ভর্ৎসনা ঈশ্বরের পবিত্রতায় আমাদের অংশ দেয়। যখন ঈশ্বর প্রেম সহকারে আমাদের শাসন করেন, সে সম্পর্কে আমরা পড়ি ঃ "ইনি হিতের নিমিত্তই আমাদের শাসন করিতেছেন, যেন আমরা তাঁহার পবিত্রতার ভাগী হই" (ইব্রীয় ১২:১০)। ঈশ্বর পবিত্র, এবং তিনি চান, আমরা যেন পবিত্র হই। কোন কোন সময় তিনি কষ্ট আরোপ করেন, যেন তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতার গুরুত্ব ও আমাদের চরিত্র বুঝতে আমরা সাহায্য পাই।

২৫। আমরা কষ্ট পাই, কারণ খ্রীষ্টকে ও তাঁর অনুগামীদের জগৎ ঘৃণা করে। প্রেরিত পৌল লিখলেন ঃ "যত লোক ভক্তি ভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে" (২ তীমথিয় ৩:১২)।

২৬। দুঃখক্লেশ দ্বারা আমাদের বিশ্বাস শুদ্ধতা পায়। পিতর লিখলেন ঃ "..... যদিও অবকাশমতে এখন অল্প কাল নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখার্ত হইতেছ, যেন, যে সুবর্ণ নশ্বর হইলেও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষাও মহামূল্য তোমাদের বিশ্বাসের

পরীক্ষাসিদ্ধতা যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে প্রশংসা, গৌরব ও সমাদরজনক হইয়া প্রত্যক্ষ হয়" (১ পিতর ১:৬-৭)। যেন অগ্নি দ্বারা স্বর্ণ খাঁটি হয়, তদ্রূপ, আমাদের বিশ্বাস, যা স্বর্ণ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান, তা আমাদের কষ্টের "অগ্নি" দ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

২৭। যখন আমরা দুঃখের মধ্যে থাকি, আমাদের পরিত্রাতার আদর্শ আমরা অনুসরণ করি। পৌল লিখলেন, আমরা আহূত হয়েছি, যেন "তাঁহার পদচিহ্নের" অনুগামী হই (১ পিতর ২:২১)। আমাদের পরিত্রাণ সাধনার্থে তিনি ক্রুশ-যাতনা ভোগ করলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, আমরা যেন আপন আপন ক্রুশ তুলি ও তাঁর আদর্শ অনুসরণ করি (লূক ৯:২৩-২৫; ১৪:২৫-৩৫)। আমরা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করি, যখন তাঁর পক্ষে দুঃখ সহ্য করি।

২৮। কেন কোন সময় চরম দুর্দশা ঈশ্বরের রাজ্যের দরজা খুলে দেয়। যখন পৌল ও বার্ণবা তাঁদের সুসমাচার প্রচার যাত্রায় তাড়িত হচ্ছিলেন, তাঁরা এই কথার দ্বারা অন্য বিশ্বাসীদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন ঃ "অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে" (প্রেরিত ১৪:২২)। যদিও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের কষ্ট পেতে হবে না, তবুও কষ্টযুক্ত দুয়ারের মধ্য দিয়ে অনেক জনকে বিশ্বাসী করা হয়েছে।

২৯। আমরা সকলে আমাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে অনন্ত রাজ্যে অবশ্যই প্রবেশ করবো। এক সমাধিক্ষেত্রে একটি মহিলাকে যীশু বলেছিলেন, ব্যাধি ও মৃত্যু নামে দুটি নিতান্ত অমীমাংসিত সমস্যা প্রবেশ-পথ হতে পরে, যা অনন্ত জীবনে আমাদের নিয়ে যায় (যোহন ১১:২০-৩২)। আমাদের স্বর্গীয় আলয়ে যাওয়ার টিকিটে এই দুটি সমস্যার সমাধান আমরা পাই, যখন বিশ্বাস করি, কেবল যীশু সমস্যা দুটির সমাধানকারী। পক্ষান্তরে, ব্যাধি ও মৃত্যু ঈশ্বর নিশ্চিহ্ন করেন না, কারণ এগুলি পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ। কেন আমাদের কষ্ট পেতেই হবে সেই বিষয়ে বাইবেল-সম্মত আর একটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

৩০। মৃত্যু সম্পর্কে বাইবেল-ভিত্তিক দর্শন আমাদের কাছে ৩০ তম যুক্তি দেখায় ঈশ্বরের লোকেরা কষ্ট পায় কেন! মেষপালক তার অধিকার স্থাপন করতে যষ্ঠি দিয়ে মেষদের মাথায় আঘাত করে, যেন মেষেরা শয়ন করে। দায়ূদের লেখা অনুসারে ঈশ্বর আমাদের পালক, যিনি আমাদের শয়ন করান (গীতসংহিতা ২৩:২)। যখনই সেই সম্পর্ক

গড়ে ওঠে, বিশ্রাম-জলের ধারে তিনি আমাদের নিয়ে যান, তৃণময় ভূমিতে আমাদের চরাণী দেন, এবং আমাদের পানপাত্র উথলে পড়ে। যখন আমরা নিদ্রা থেকে উঠি, সেই চরাণী শুকিয়ে যায়, জলস্রোত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে ও পানপাত্র শূন্য হয়।

উত্তম মেষপালকের মৃত্যু আমাদের মরণের ছায়ায় শয়ন করায়, যেন তিনি আমাদের সবুজ চরাণী দিতে পারেন, যা কখনও শুকায় না, শান্ত জল কোন দিন প্রচণ্ড হয় না, এবং পানপাত্র কখনও শূন্য হয় না। এই অনন্ত মূল্য জানবার জন্য ব্যাধি ও মৃত্যু-সম্পর্কিত ঐ দুটি অমীমাংসিত সমস্যা আমাদের জানতেই হবে। ঈশ্বরের লোকেরা কোন কোন সময় কষ্ট পান কেন - এই প্রশ্নের উত্তরে এটাই বাইবেল-ভিত্তিক চরম ব্যাখ্যা।

দুঃখ যাতনা ভোগকরণ সম্পর্কে আমাদের উদ্দেশে বাইবেলে অনেক বক্তব্য রয়েছে, কিন্তু এখনও ঈশ্বরের লোকদের অনেক কষ্টের কারণ আমাদের জানা নেই। ইহজীবনে অধিকাংশ সময় আমরা যে শব্দ ব্যবহার করি, তা হলো "কেন?" স্বর্গে প্রায় সব সময় আমরা যে শব্দ ব্যবহার করবো, তা হলো "ওহো!" দশ হাজার বৎসর যাবৎ 'ওহো' শব্দ বলার পরে আমরা বলবো "হাল্লেলুইয়া!"

চার অধ্যায়

গীতসংহিতা পুস্তক

গীতসংহিতা পুস্তকটি ঈশ্বরের লোকেদের অন্তঃকরণের কথা ব্যক্ত করে যখন তাঁরা আরাধনা করেন। গীতসংহিতায় একশো পঞ্চাশটি অনুপ্রাণিত সঙ্গীত রয়েছে। যেগুলি পুরাতন নিয়মের সময়কার ঈশ্বরের লোকেরা গেয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি গীতসংহিতা দিয়েছেন, যেন এগুলির সাহায্য নিয়ে উপাসনা করার সময় তাঁরা ঈশ্বরের উদ্দেশে তাঁদের প্রেম, প্রশংসা ও প্রার্থনা জানাতে পারেন। অনুপ্রাণিত এই স্তবগুলি ঈশ্বরের স্বর্গীয় উপস্থিতিতে

আপনাকে আকৃষ্ট করবে, এবং আজকের দিনে ঈশ্বরের আরাধনা করার সময় তাঁর উপদেশ আপনার প্রেম, প্রশংসা ও প্রার্থনা ব্যক্ত করতে আপনাকে সহায়তা দেবে।

গীতসংহিতাগুলির সংক্ষিপ্ত ক্রমান্বয়

পুরাতন নিয়ম গ্রীক ভাষাতে অনুবাদিত হওয়ার আগে গীতসংহিতা পুস্তক পাঁচটি ভিন্ন পুস্তকে বিভক্ত হয়েছিল, যথা ঃ গীতসংহিতা ১-৪১, ৪২-৭২, ৭৩-৯০, ৯১-১০৭, এবং ১০৮-১৫০। ৭৩টি গীত দায়ূদের প্রতি আরোপিত, যখন বারোটি গীত রচনায় আসফের ও এগারোটি গীত রচনায় কোরহের পুত্রদের কৃতিত্ব রয়েছে। বিদ্বানদের বিশ্বাস অনুযায়ী দশটি গীত হিষ্কিয় লিখলেন, এবং মোশি, ইষ্রা ও শলোমন প্রত্যেক জনের পৃথক্ একটি গীত রচিত হলো। রচিত অনেক গীতের রচয়িতার নাম নেই, এবং যত দূর মনে হয়, সেগুলি লেবীয়দের দ্বারা রচিত - সঙ্গীত-পরিচর্যাকারীগণ দায়ূদ দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন, অথবা এই নামবিহীন সঙ্গীতগুলির রচয়িতা সম্ভবতঃ স্বয়ং দায়ূদ ছিলেন।

সঙ্গীত সম্পর্কিত নির্দেশনা

শিরোনাম-সম্বলিত অগ্রবর্তী সঙ্গীতগুলি প্রায়শই সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় নির্দেশনা জানালো, যেমন "নেহিলোৎ", যা হাওয়া-চালিত যন্ত্র সহযোগিতার নির্দেশ দেয়; অথবা "নেগিনোৎ", যা তারযন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। "সেলা" শব্দটি গীতসংহিতার সর্ব দিকে ছড়ানো রয়েছে। যার মানে "থামো ও বিষয় সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সহকারে চিন্তা করো।" এর অর্থ আজকের দিনে সঙ্গীতে বিরাম হতে পারে। কারো কারো মনে এটি একটি স্থানের নির্দেশ দেয়, যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে মধ্যবর্তী সুর বাজানো যেতে পারে।

যার উদ্দেশে ও যার সম্পর্কে

অনুপ্রাণিত প্রাচীন সঙ্গীত-লেখক অথবা আধুনিক সঙ্গীত-লেখক কোন কোন সময় ঈশ্বরের উদ্দেশে, ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বলেন, যা প্রশংসা; আবার কোন কোন সময় তাঁরা মানুষ সম্বন্ধে ঈশ্বরকে জানান, যখন তাঁরা প্রার্থনা করেন, অথবা অন্য সময় তাঁরা একান্তভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁরা ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, যা বোঝায় তাঁরা প্রচার করেন। যখন প্রত্যেক গীতের শব্দগুলি আপনি পড়েন, নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, "কার উদ্দেশে লেখক কথা বলছেন, অথবা কার সম্বন্ধে লেখক কথা বলছেন?" সেই প্রশ্ন শুধালে ও উত্তর পেলে ভক্তিমূলক বাণীর অন্তর্দৃষ্টি ও আপনার পঠিত গীতের প্রয়োগ

আপনি জানতে পারবেন।

গীতসংহিতা পুস্তকের মূল ধ্যান

গীতসংহিতায় জোরদার চারটি মূল ধ্যান আপনার চোখে পড়বে, যেগুলির অধিকাংশ গীতে আশিসধন্য মানুষ মূল ধ্যান। এই মূল ধ্যান গীতসংহিতায় বিস্তৃতভাবে রয়েছে। আশিসধন্য মানুষ সম্পর্কে গীতসংহিতায় সর্বদা বর্ণিত হয়েছে যে আশিস প্রাপ্ত মানুষের আশিসধন্য এক দুর্ঘটনা নয়, অথবা সমকালীন কোন ঘটনা নয়, কিন্তু বিভিন্ন পরিণতির ভূরিভোজ, যা বিশ্বাসের ও গীতরচয়িতার আধ্যাত্মিক অগ্রগণ্যতার সুফল। গীতসংহিতা ১, ২৩, ৩২, ১২৮ ও অন্যত্র এই মূল ধ্যানের বর্ণনা আপনি দেখতে পাবেন।

গীতসংহিতায় আবেগজনক ধ্যান-ধারণা সুস্পষ্ট। এই গীতগুলি নির্দিষ্ট ভাবাবেগগুলির বর্ণনা দেয়, এবং এই আবেগগুলির উদ্দেশে আমাদের প্রতি বহুবার যথার্থ সাড়া দেয়। গীতসংহিতা পাঠ করার সময় যে কোন আবেগযুক্ত পরিস্থিতি আপনি জানতে পারেন, গীতগুলিতে সংযুক্ত সেই আবেগযুক্ত বাতাবরণের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবে। যদি আপনি হতাশাগ্রস্ত হন, উদ্বেগে ধরাশায়ী থাকেন, অপরাধ বোধ নিয়ে ভারগ্রস্ত অনুভব করেন, অথবা ভগ্ন হৃদয়ের ব্যথায় কাতর থাকেন, যদি অনেক আশীর্বাদ পেয়ে পর্যাপ্ত কৃতজ্ঞতায় মাতোয়ারা থাকেন, এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আরাধনা ব্যক্ত করতে চান. গীতসংহিতা পাঠ করার সময় আপনার যেমনই আবেগ আসুক, অনুরূপ গীত আপনাকে নির্দেশ দেবে, এবং আবেগগুলি যথাযথ কাজে লাগাবার উপায় আপনাকে জানাবে।

আবেগজনক বাতাবরণ সম্পর্কে গীতরচয়িতার কর্মের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখুন, এবং আপনার বিভিন্ন আবেগ নিয়ে আপনি একই কাজ করুন। আবেগজনক সঙ্গীতগুলির কয়েকটি সঙ্গীত যথাক্রমে গীত ৩, ৪, ৩২, ৩৪, ৫১ ও ৫৫।

গীতসংহিতার মধ্যে আরাধনা অন্য এক নিশ্চিত মূলভাব। আরাধনামূলক সঙ্গীতগুলিতে গীতরচয়িতা শুধুমাত্র ঈশ্বর সম্পর্কে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন নি, কিন্তু আরাধনা করতে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন ও আরাধনা করার উপায় আমাদের শিখিয়েছেন। আরাধনামূলক কয়েকটি সঙ্গীত যথাক্রমে গীত ৮, ৬৩, ১০০, ১০৩ ও ১০৭।

গীতরচয়কেরা সময় বিশেষে ভাববাদিদের মত লিখলেন; তাঁদের এই সৃজন-শিল্পকে আমরা ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ক সঙ্গীত বলি। এই সঙ্গীতগুলি মশীহের আগমন

সম্পর্কে ভাববাণীমূলক কথা বলে। গীতসংহিতা ১৬ অধ্যায়ে যীশু খ্রীষ্টের প্রথম আগমন ও তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে দায়ূদ ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ কথা বলেছেন। পঞ্চাশত্তমীর দিনে এই গীত থেকে পিতর প্রচার করলেন। মশীহ-সম্পর্কিত অন্যান্য উদাহরণ যথাক্রমে গীত ২, ৮, ১৬, ২২ ও ১১০।

গীতসংহিতার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ

বহু সংখ্যক গীতসংহিতার ঐতিহাসিক কাঠামো প্রথম ও দ্বিতীয় শমূয়েলে এবং বংশাবলিতে প্রায়শই দেখা যায়। গীতসংহিতার অর্ধেক সঙ্গীত দায়ূদ লিখলেন, এবং ঐ ঐতিহাসিক পুস্তকগুলিতে তাঁর জীবনী পাওয়া যায়। দায়ূদের সঙ্গীতগুলির বিষয়, অথবা বিভিন্ন শিরোনাম, যেগুলি সঙ্গীতগুলির পরিচয় দেয়, সেগুলি অনেক সময় ঐতিহাসিক কাঠামোর ইঙ্গিত দেয়। এই তথ্য নিয়ে পটভূমিকার বিবরণ জানতে আপনি ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি থেকে সাহায্য নিতে পারেন। নির্দিষ্ট কয়েকটি সঙ্গীত সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ জেনে নিলে সঙ্গীতগুলি তর্জমা করতে ও আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে আপনি সাহায্য পাবেন।

চমৎকার ভক্তিমূলক বিষয়সমষ্টির মাঝে গীতরচয়িতাদের কয়েক জন তাঁদের শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করলেন। এই প্রার্থনাগুলিতে গীতরচয়িতারা অনেক বার ঈশ্বরের সাহায্য চাইলেন, যেন তাঁরা তরোয়াল দিয়ে তাঁদের শত্রুদের দন্ত ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, অথবা অস্ত্র চালিয়ে শত্রুদের খণ্ড খণ্ড করতে পারেন। এই কাজ খ্রীষ্টের শিক্ষার বিরোধিতা করে, যেহেতু তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও" (মথি ৫:৪৪)।

প্রয়োজনীয় আরও একটি যুক্তি অনুযায়ী গীতসংহিতা পড়বার সময় আপনি ঐতিহাসিক দর্শনানুপাত অঙ্কিত করুন। ব্যবস্থা থাকাকালীন এই প্রাচীন, অনুপ্রাণিত গীতগুলি রচিত হলো, যেখানে শিক্ষা রয়েছে শত্রুদের ঘৃণা করা যথার্থ, বিশেষত যদি তারা সদাপ্রভুর বিরোধিতা করে (২ বিবরণ ২৩:৩-৬)। অতএব, দায়ূদ অসংগতি দেখতে পেলেন না, যখন তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ "আমি কি তাদের ঘৃণা করবো না, যারা তোমাকে (ঈশ্বরকে) ঘৃণা করে? নির্ভেজাল ঘৃণা নিয়ে আমি তাদের ঘৃণা করি, এবং আমার তরবারি দিয়ে তাদের খণ্ড খণ্ড করি ও ধূলায় মিশিয়ে দেই।" ঐতিহাসিক দর্শনানুপাত নিশ্চয়জ্ঞান দেয় যে রচনাশৈলীর এই প্রার্থনাগুলো যথার্থ ছিল।

পাঁচ অধ্যায়

তেইশ গীতে *"মেষের রব"*

দায়ূদ রচিত মেষপালক-গীতটি এক প্রিয় সঙ্গীত, এবং গণনাতীত ইহুদী, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের পক্ষে শাস্ত্রের প্রিয় অধ্যায়। এই গীতে দায়ূদ প্রচার করছিলেন, কারণ তিনি তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের উদ্দেশে কথা বলেছিলেন। গীতটির আক্ষরিক আকার হলো "মেষের রব", কারণ একটি মেষ তার মেষপালকের মহত্ব সম্বন্ধে অন্য মেষকে জানাচ্ছে ঃ

"সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না।
তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান,
তিনি বিশ্রাম-জলের ধারে ধারে আমাকে চালান।
তিনি আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন,
তিনি নিজ নামের জন্য আমাকে ধর্মপথে গমন করান।
যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব,
তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না,
কেননা, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ,
তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করে।
তুমি আমার শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেজ সাজাইয়া থাক;
তুমি আমার মস্তক তৈলে সিক্ত করিয়াছ;
আমার পানপাত্র উথলিয়া পড়িতেছে।
কেবল মঙ্গল ও দয়াই সমুদয় দিন আমার অনুচর হইবে,
আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করিব।"

ধর্মোপদেশ গীতের অতিরিক্ত বিষয় হলো ২৩ গীতটি এক আশিসধন্য মানুষের সঙ্গীত। সকল আশিসধন্য মানুষের সঙ্গীতে আসিশধন্য মানুষের আশীর্বাদগুলি অত্যন্ত শর্তসাপেক্ষ। এই গীতে দায়ূদের আশীর্বাদের কয়েকটি আশীর্বাদ হলো তৃণভূমিতে চরাণী, বিশ্রাম-জল ও উপচে পড়া পানপাত্র। এই আশীর্বাদগুলি যে শর্তের ওপরে স্থাপিত, গীতটির গোড়ার কথায় তা পাওয়া যায়, যথা ঃ "সদাপ্রভু আমার পালক।" দায়ূদের জীবনের সকল আশীর্বাদ

এই চমৎকার মেষপালক-সঙ্গীত থেকে দায়ূদ ঈশ্বর সম্বন্ধে জানলেন, যখন তিনি বলতে পারলেন ঃ "সদাপ্রভু আমার পালক।"

তৃণভূষিত চরাণী হলো এক রূপক উপমা, যা পার্থিব আশীর্বাদের কথা বলে। যখন আমাদের প্রতি দায়ূদ বলেন ঃ "আমার পানপাত্র উথলিয়া পড়িতেছে" (৫ পদ), তিনি এক রূপক উপমা ব্যবহার করলেন, যা আনন্দময়তার প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি এক উল্লসিত মানুষ। তাঁর উল্লাসে রহস্য কী? সদাপ্রভু দায়ূদের পালক। সদাপ্রভু যত দিন পর্যন্ত দায়ূদের পালক থাকেন, দায়ূদের সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ থাকেন, যথা ঃ তৃণভূষিত চরাণী, উপচে পড়া পানপাত্র, খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ মেজ, ইত্যাদি। কিন্তু এই আশীর্বাদগুলি শর্তসাপেক্ষ। এগুলি সেই সম্পর্কের ওপরে স্থাপিত, মেষপালকের সঙ্গে দায়ূদের যেমন সম্পর্ক ছিল। পৃথিবীতে অত্যন্ত আবশ্যকীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এই গীতের আসল বক্তব্য।

যথাস্থানে সম্পর্ক

সেই সম্পর্ক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, যখন আমরা তা উপলব্ধি করি, তখন সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার উপায় আমাদের জিজ্ঞাস্য হওয়া উচিত। এই গীতের দ্বিতীয় পদে আমাদের প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ঃ "তিনি আমাকে শয়ন করান।" মেষপালক তাঁর যষ্টি দিয়ে মেষদের মাথায় টোকা মেরে তাঁর নেতৃত্বের অধিকার স্থাপন করেন, যার দ্বারা তিনি তাদের বলেন, "শয়ন করো!" সদাপ্রভু অনেক সময় আমাদের মাথায় সমস্যার আঘাত দেন, যা আমরা এড়াতে বা সমাধান করতে পারি না।

অনুশীলনে সম্পর্ক

সদাপ্রভু আমাদের পালক হওয়ার পরেই তিনি আমাদের পরিচালনা দিতে পারেন। যেহেতু কেবল দর্পণের মত নীরব জলাশয় থেকে মেষেরা পান করতে পারে, তেমনি শান্ত জল ঐ সকল স্থানের ও পরিস্থিতির প্রতীক, আমাদের পক্ষে যা মানানসই। আমাদের মহান্ মেষপালক সেই সমস্ত স্থানে আমাদের নিয়ে যেতে পারেন না, যতক্ষণ আমরা শয়ন না করি ও দুটি বাক্য স্বীকার না করি, যথা ঃ ঈশ্বর আমাদের পালক ও আমরা মেষ। পরবর্তী পদগুলিতে এই সম্পর্ক স্থাপন-স্থানের বর্ণনা রয়েছে। এর মানে আমরা নিদ্রা থেকে উঠি, এবং পালকের সঙ্গে পুনরায় খেলা করি ও আমাদের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দায়ূদ যখন রকমারি পরিবেশে এই সম্পর্ক দেখান, বাইবেলে উল্লিখিত অতি

নয়নাভিরাম বর্ণনায় তিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক দেখান। তিনি আমাদের বলেন, তাঁর পালক তাঁকে যেখানেই নিয়ে যান না কেন, তিনি জানেন, তাঁর পালক তাঁর সঙ্গে থাকবেন, তাঁর আগে যাবেন, শর্তহীন প্রেম ও মঙ্গলময়তা নিয়ে তাঁর পেছনে থাকবেন, তাঁর প্রয়োজন মেটাবেন, আশিসধারায় তাঁর জীবন ভরিয়ে দেবেন, যতক্ষণ না তাঁর জীবন-পাত্র উথলে ওঠে। তিনি এটাও জানেন, তাঁর জীবনের প্রতিদিন ও চিরদিন এই সম্পর্ক বজায় থাকবে!

আপনার নিজ জীবনে তেইশ গীতের সংবাদ প্রয়োগ করুন। আপনি কি আপনার জীবনে সদাপ্রভুকে কখনও পালক বানিয়েছেন? আপনি কখন্ সদাপ্রভুকে আপনার পালক বানিয়েছিলেন, তা হয়তো আপনার মনে আছে! শান্ত জলের ধারে সবুজ মাঠে আপনি চরাণী পেলেন ও আপনার পাত্র অতিরিক্ত আশীর্বাদে উপচে পড়লো। তৃণ কি শুকিয়ে গেছে অথবা সেই সময় থেকে কি পাত্র শূন্য হয়েছে? আপনি কি শান্ত জলাশয় থেকে সরে গেছেন, যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজের জীবন আপনি নিজে পালন করবেন?

উপলব্ধি করুন আপনার পুনঃস্থাপন প্রয়োজন। আপনার সঙ্গে যথাস্থানে সম্পর্ক গড়তে ঈশ্বরকে সুযোগ দিন। এবং তাঁর নামের জন্য সম্পর্ক বজায় রাখুন। এবারে এ বিষয় জেনে জীবন যাপন করুন যে আপনার সঙ্গে পালক আছেন, যিনি আপনার আগে যাচ্ছেন, মঙ্গলময়তা ও দয়া নিয়ে আপনার পেছনে রয়েছেন, আপনার জন্য খাদ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ মেজ প্রস্তুত রাখছেন, তাঁর অভিষিক্ত তেল দিয়ে আপনার জীবন আশীর্বাদে ভরিয়ে দিচ্ছেন, এবং উপচে পড়া পানপাত্র নিয়ে আপনি বিভোর থাকছেন। এই নিশ্চয়তা নিয়ে জীবন যাপন করুন যে আপনার জীবনের সমুদয় দিন তিনি আপনাকে আশীর্বাদে ভরপুর রাখবেন, এবং আপনি চিরদিন অনির্বাপনীয় আশায় থাকবেন এ কথা জেনে যে ঈশ্বর আপনাকে অনন্ত কাল আশীর্বাদে পরিপূর্ণ রাখবেন!

ছয় অধ্যায়

আশিসধন্য মানুষ — প্রথম গীত

প্রথম গীতটি নিশ্চিতভাবে আশিসধন্য মানুষের সঙ্গীত। অন্য সমস্ত আশিসধন্য মানুষের সঙ্গীত প্রথম গীতের প্রধান নমুনা অনুসরণ করে, এবং আমাদের দেখায় যে আশিসধন্য মানুষ ও তার আশীর্বাদগুলি হঠাৎ বা সমকালীন নয়, কিন্তু তার নিতান্ত নিষ্ঠাশীল নিশ্চয়তা ও মনোনয়নের পরিণতি। প্রথম গীত এই প্রকার ঃ

"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না,
পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দুকদের সভায় বসে না।
কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে,
তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।
সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে,
যাহা যথাসময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না;
আর সে যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়।
দুষ্টগণ সেরূপ নহে; কিন্তু তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায়।
এই জন্য দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না।
পাপীরা ধার্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইবে না।
কারণ সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানেন,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।'

আশিসধন্য মানুষ কে?

প্রথম গীত দুটি মানুষ উপস্থাপন করে — আশিসধন্য মানুষ ও অধার্মিক মানুষ। এই গীতে ইব্রীয় কবিতার এক আকার ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে এক নেতিবাচক উক্তি প্রয়োগ দ্বারা এক ইতিবাচক সত্য প্রকাশ করেছে। এক অধার্মিক মানুষ উপস্থাপন দ্বারা দায়ূদ এক আশিসধন্য মানুষ দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, আশিসধন্য মানুষ "দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না" (১)। এর অর্থ সে ঈশ্বরের পরামর্শ অনুসারে অগ্রসর হয়। সে ঈশ্বরের বাক্যে ঈশ্বরের পরামর্শ খুঁজে পায়, যে বাক্য "সে দিবারাত্র ধ্যান করে" (২)।

এছাড়া আশিসধন্য মানুষ "নিন্দকদের সভায় বসে না" (১)। এই নেতিবাচক উক্তি আমাদের জানায় যে আশিসধন্য মানুষ বিশ্বাসীদের সভায় বসে — সে এক বিশ্বাসী মানুষ। ঈশ্বরের বাক্যে সে বিশ্বাস করে, এবং "সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে" (২)। সে জানে, তার জীবনে এক পরাক্রমী শক্তি রূপে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগই চাবিকাঠি, যেহেতু সে ঈশ্বরের বাক্য পালন করে। ঈশ্বরের বাক্যে খুঁজে পাওয়া ঈশ্বরের পরামর্শ অনুসারে সে এগিয়ে চলে।

এই গীতটি দায়ূদ দ্বারা লিখিত হলো, যিনি ইস্রায়েলের দ্বিতীয় রাজা ছিলেন, এবং এত ভাল রাজা ইস্রায়েল কখনও পায় নি। মোশির ব্যবস্থা অনুসারে নিষ্ঠা সহকারে ব্যবস্থা পালন করা ও দিবানিশি ব্যবস্থাকে সঙ্গী করে নেওয়া রাজার কর্তব্য ছিল। "তাহা তাহার নিকটে থাকিবে, এবং সে যাবজ্জীবন তাহা পাঠ করিবে; যেন সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিতে ও এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য ও সকল বিধি পালন করিতে শিখে" (২ বিবরণ ১৭:১৯)। প্রথম গীতের আধারে এই অনুপ্রাণিত গানের বই পড়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এই নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রেরণায় দায়ূদ ঈশ্বরের বাক্য ভালবাসেন ও ঈশ্বরের বাক্যের পক্ষে এই ভালবাসা তাঁকে এক আশিসধন্য মানুষ তৈরী করলো।

আশিসধন্য মানুষের আশীর্বাদ কী কী? দৃঢ় বিশ্বাস ও পছন্দ বর্ণনার পরে, অর্থাৎ শর্তগুলির প্রেরণায় আশিসধন্য মানুষ হিসেবে আশীর্বাদপূর্ণ হয়ে দায়ূদ তাঁর আশীর্বাদগুলির তালিকা দিলেন, যথা ঃ

স্থিরতা

আশিসধন্য মানুষ "জলস্রোতর তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ" (৩), যার মাটি স্যাঁতসেঁতে, এবং শিকড়গুলি এত প্রসারিত, যেগুলি গভীরে প্রবেশ করে। মাটির তলায় এর শিকড়গুলি চারপাশে ছড়িয়ে যায়। যদি মাল বোঝাই কোন ট্রাক এক বৃক্ষে ধাক্কা মারে, গাড়ীটা ভেঙ্গে যায়, কিন্তু বৃক্ষ এক ইঞ্চিও নড়ে না। এতে এই ধরনের স্থিরতা থাকে — এই বৃক্ষ সুরোপিত ও সুপুষ্ট স্থিরতা থাকে, যা আশিসধন্য মানুষের অবিচল জীবন প্রকাশ করে। একই কথা যীশু বলেছিলেন, যখন তিনি সেই মানুষের জীবন-কথা শোনালেন, যে যীশুর বাণী শুনলো ও পালন করলো (মথি ৭:২৪, ২৫)।

সমৃদ্ধি / উন্নতি

আশিসধন্য মানুষ প্রচুর ফলবন্ত থাকে। জীবনীশক্তিতে প্রাণবন্ত বৃক্ষ যথাসময়ে

ফল দেয় (৩)। এর মানে সে তার জীবনের সর্বসময়ে ফল উৎপন্ন করে, যা জীবনের প্রত্যেক সময়ের জন্য যথাযথ। যেহেতু সে এক বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের বাক্য ভালবাসে, তাই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় তার জ্ঞান পবিত্র পৃষ্ঠাকে ছাড়িয়ে যায় ও জীবন্ত বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। যীশু শিক্ষা দিলেন, যেন আমরা এক দ্রাক্ষালতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকি, যখন আসলে আমরা এক একটি শাখা হিসেবে যীশুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থাকি, যদি আমরা অফুরন্ত ফল ফলাতে চাই।

দীর্ঘ জীবন

আশিসধন্য মানুষ তার দীর্ঘ জীবন কালে বিরক্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত বৃদ্ধ হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা পড়ি ঃ "যাহার পত্র ম্লান হয় না।" তিনি এক কবির কথা আমাদের মনে ধরিয়ে দেন, যিনি লিখলেন ঃ "আমার সঙ্গে বয়স্ক হও। সেরা সময় এখনও আসে নি। এই অন্তিম আশীর্বাদের জন্য প্রথম দশা স্থির হলো।" প্রতিদিনের জীবন যাপনে অন্যান্য দিনের জন্য সে প্রস্তুতি নেয়, যে দিনগুলিতে সে বেঁচে থাকে। তার জীবনের গুণগত বৈশিষ্ট্য ক্রমশ ভাল হয়, যখন তার জীবনে বৎসর-সংখ্যা সংযোজিত হয়।

উন্নতি

দায়ূদের এ কথাও আমাদের চোখে পড়ে ঃ "সে (আশিসধন্য মানুষ) যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়" (৩)। দায়ূদ এখানে পার্থিব উন্নতি নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে উল্লেখ করছিলেন। যেহেতু কবিতা-পুস্তকটি বাহ্যিক মানুষের বদলে আভ্যন্তরীণ মানুষের প্রতি আলোকপাত করে, তাই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে আশিসধন্য মানুষের উন্নতি তার আভ্যন্তরীণ মানুষের উন্নতি, যা তার অনন্তকালীন গুণে প্রভাব ফেলে। আমরা সব কিছু পেছনে ফেলে রাখবো, যখন বসবাসের অযোগ্য এই জগৎ জানতে পারবো, যেখানে অল্প কাল বাস করছি।

নিরাপত্তা

আশিসধন্য মানুষের শেষ আশীর্বাদটিও নেতিবাচক ঃ "দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না, পাপীরা ধার্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইবে না" (৫)। এই জীবনে ও আগামী জীবনে আশিসধন্য মানুষের নিরাপত্তা থাকে, কারণ ঈশ্বরের বাক্য থেকে জেনে সে ঈশ্বরের পরামর্শ অনুসারে চলে। বিচারের দিনে খ্রীষ্টের সাধিত কর্মে সে দাঁড়াবে, কেননা সে তার কর্মগুণে

চিরদিনের তরে ধার্মিকদের অধিবেশনে যোগ দেবে। মেষপালক-সঙ্গীতে উল্লিখিত আশিসধন্য জীবনের মত প্রথম গীতে উল্লিখিত আশিসধন্য মানুষের জীবনেও কেবল মঙ্গল দয়া সমুদয় দিন অনুচর হবে!

অধার্মিক মানুষ সম্পর্কে দায়ূদ স্পষ্টভাবে লিখলেন ঃ "দুষ্টগণ সেরূপ নহে" (৪)। আশিসধন্য মানুষের বিশ্বাসে দুষ্টেরা বিশ্বাস করে না। অধার্মিকেরা ঈশ্বরের বাক্যে উল্লসিত হয় না, অথবা এই বাক্য দিবানিশি ধ্যান করে না। এই কারণে তাদের নেই স্থিরতা, সমৃদ্ধি, দীর্ঘ জীবন, উন্নতি অথবা নিরাপত্তা, এবং অনন্ত কাল সম্বন্ধে তারা অভিজ্ঞ হবে না, যেভাবে আশিসধন্য মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে।

এক সারিতে দুটি মানুষ আপনি কোন্ জন?

আশিসধন্য মানুষ আশীর্বাদযুক্ত কেন? কারণ তার সঠিক মনোনয়ন থাকে। ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করা ও তন্ময় হওয়া তার পছন্দ। অধার্মিকদের ও তাদের ফলহীন আচরণ থেকে পৃথক থাকা সে মনোনীত করে। তার সকল আশীর্বাদ পরিণতিগুলির ভূরিভোজ।

গীতটি একটী প্রশ্নে আশিসধন্য মানুষকে চ্যালেঞ্জ দেয় ঃ "এক সারিতে দুটি মানুষ; আপনি কোন্ জন?" ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা আপনি কি আশিসধন্য মানুষ? আপনি কি বিশ্বাসীদের অধিবেশনে বসেন? আপনি কি ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করেন? আপনি কি দিবানিশি বাক্য ধ্যান করেন? বাক্যের পরামর্শ অনুসারে আপনি কি অগ্রসর হন? প্রথম গীত অনুসারে বাক্যের পরামর্শই আশিসধন্য মানুষের আশীর্বাদগুলির চাবিকাঠি।

সাত অধ্যায়

প্রত্যেক জন আশিসধন্য?—একশো আঠাশ গীত

"ধন্য সেই জন, যে কেহ সদাপ্রভুকে ভয় করে,
যে তাঁহার সকল পথে চলে।
বাস্তবিক তুমি স্বহস্তের শ্রম-ফল ভোগ করিবে,
তুমি ধন্য হইবে, ও তোমার মঙ্গল হইবে।
তোমার গৃহের অন্তঃপুরে তোমার স্ত্রী ফলবতী দ্রাক্ষার ন্যায় হইবে,
তোমার মেজের চারিদিকে তোমার সন্তানগণ
জিত বৃক্ষের চারার ন্যায় হইবে।
দেখ, যে ব্যক্তি সদাপ্রভুকে ভয় করে,
সে এইরূপে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়।
সদাপ্রভু সিয়োন হইতে তোমাকে আশীর্বাদ করুন,
যেন তোমার সন্তানদের বংশ দেখিতে পাও।
ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্তুক।"

প্রত্যেক জন কি আশিসধন্য?

এই গীতের চতুর্থ বাক্যের পরে অনেকে একটা নির্দিষ্ট সময় রাখতে চায়, কারণ তারা বিশ্বাস করে প্রত্যেক জন আশিসধন্য। পক্ষান্তরে শাস্ত্র আমাদের জানায় যে আশিসধন্য মানুষের আশীর্বাদগুলি শর্তসাপেক্ষঃ *"ধন্য সেই জন, যে কেহ সদাপ্রভুকে ভয় করে, যে তাঁহার সকল পথে চলে"* (১)। আমরা শিখেছি, আশিসধন্য মানুষ তার দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভীক মনোনয়ন হেতু আশীর্বাদ প্রাপ্ত।

এই গীত শিক্ষা দেয়, সদাপ্রভুকে ভয়কারী যে কেউ আশীর্বাদ পায়, কিন্তু এটি অন্য প্রশ্ন তোলেঃ ইয়োবের পুস্তক কি এই শিক্ষা দেয় নি যে ঈশ্বর ভাল লোকদের সর্বদা আশিস দেন না? ইয়োবের বন্ধুরা যখন ইয়োবকে বললেন, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেন, যারা পাপ করে ও তাদের আশীর্বাদ করেন, যারা পাপ করে না, ঈশ্বর তাদের বললেন, তোমরা ভুল বলেছ। পক্ষান্তরে, আশিসধন্য সঙ্গীত থেকে আমরা জানতে পারি, আশিসধন্য মানুষ সাধারণভাবে যা বপন করে, তা চয়ন করে, এবং যখন ইয়োবের মত ধার্মিক মানুষ কষ্ট

পায় তাঁরা ব্যতিক্রমী, এবং তাঁদের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসৃত হয় না।

ঈশ্বরীয় কৌশল

১২৮ গীত শিক্ষা দেয় যে আশিসধন্য মানুষ ও তার আশীর্বাদগুলি ঈশ্বরীয় কৌশলে যথাযোগ্য হয়, যেগুলি পৃথিবীকে প্রভাবিত করে। ইয়োবের পুস্তক থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুসারে আশীর্বাদ পেয়ে আমাদের যথার্থ উত্তর নয়ঃ "হে প্রভু, আমায় তুমি কী দিতে চাইছো? কিন্তু হে প্রভু, আশীর্বাদের বিনিময়ে আমি তোমার কী উপকার করবো?"

ঈশ্বরীয় কৌশল এক আদর্শ অনুসরণ করে। ঈশ্বর একটি মানুষ খুঁজে পান, যে তাঁকে বিশ্বাস করবে ও তাঁর বাধ্য হবে, এবং ঈশ্বর তাকে আশিস দিতে চান (১-২)। এবারে ঈশ্বরের আশীর্বাদ সেই মানুষের মাধ্যমে তার স্ত্রীর মধ্যে প্রবাহিত হয় ও তার স্ত্রীর মধ্য দিয়ে তাদের সন্তানদের মধ্যে আশিসধারা প্রবাহিত হয়, "মেজের চারিদিকে এই সন্তানগণ জিত বৃক্ষের চারার ন্যায় হইবে" (৩)। জিত বৃক্ষ ফলবন্ত জীবনের এক প্রতীক।

সিয়োনকে আশীর্বাদযুক্ত করতে পরিবারের মধ্য দিয়ে আশিস বয়ে যায়, পুরাতন নিয়মে যা আধ্যাত্মিক সমাজ ছিল। আধ্যাত্মিক সমাজের (সিয়োন) মাধ্যমে এই পরিবারে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নগরকে (যিরূশালেম), জাতিকে (ইস্রায়েল), এবং পরিশেষে বিশ্বকে প্রভাবিত করে। এই গীত অনিবার্যভাবে শিক্ষা দেয়, ঈশ্বর তাঁর সম্পর্কে পৃথিবীকে অবহিত করতে পরিবারকে কাজে লাগান। যখন তিনি নগরকে, দেশকে ও বিশ্বকে প্রভাবিত করতে চান, এক আশিসধন্য মানুষ ও একটি আশিসধন্য পরিবার নিয়ে কাজ শুরু করেন।

ঐশ্বরকি অগ্রগণ্যতা—একশো সাতাশ গীত

যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন,
তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে;
যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন,
রক্ষক বৃথাই জাগরণ করে।
বৃথাই তোমরা প্রত্যূষে উঠ ও বিলম্বে শয়ন কর,
এবং পরিশ্রমের খাদ্য ভক্ষণ কর,
তিনি আপন প্রিয়পাত্রকে নিদ্রাযোগে এইরূপ দেন।
দেখ, সন্তানেরা সদাপ্রভু দত্ত অধিকার,

গর্ভের ফল তাঁহার দত্ত পুরস্কার।
যেমন বীরের হস্তে বাণ সকল,
তেমনি যৌবনের সন্তানগণ।
ধন্য সেই পুরুষ, যাহার তূণ তাদৃশ বাণে পরিপূর্ণ;
তাহারা লজ্জিত হইবে না,
যখন তাহারা পুরদ্বারে শত্রুগণের সহিত কথা কহে।

এই সংক্ষিপ্ত গীত, যা ১২৮ গীতের সঙ্গে রাখার জন্য বিবেচ্য, কেবল সেই গীত শলোমন দ্বারা রচিত। যেহেতু তিনি এক মহান্ নির্মাতা ছিলেন, তাই আমরা আশা করতে পারি, তাঁর গীতে তিনি গৃহ-নির্মাণের উপমা ব্যবহার করলেন। তিনি মন্দির নির্মাণ করলেন, যা শলোমনের মন্দির নামে চিহ্নিত হলো। তিনি সমুদয় নগর নির্মাণ করলেন, যেখানে পার্ক, আস্তাবল ও মেষদের শীঘ্র যাওয়া-আসার পথ রাখলেন। তথাপি শলোমন আমাদের বলেন, নির্মাণ বৃথা হয়ে যাওয়া সম্ভবঃ "যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে" (১)। তিনি আমাদের বলেন, উদ্বিগ্ন হওয়া, পরিশ্রম করা ও অনর্থক নির্মাণ করা সম্ভব, কারণ উদ্বেগে থাকা, শ্রম দেওয়া ও ভুল গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব।

উপদেশক পুস্তকে উল্লিখিত শলোমনের রাজহংসের মৃত্যুগীত স্বীকারোক্তির সঙ্গে এই গীত মিলে যায়, যেখানে তিনি তাঁর ব্যর্থ জীবনের অনেকখানি প্রচার করলেন। যখন তিনি গৃহ-নির্মাণ উপমা থেকে সন্তানদের সম্পর্কে চমৎকার উপমা তুলে ধরলেন, পিতামাতাদের উদ্দেশে তিনি বলতে চাইলেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে, যদি তাঁরা সর্বদা তাঁদের সন্তানদের জীবন গঠন করেন। হয়তো শলোমন আমাদের বলছেন, তিনি চাইলেন, গৃহ নির্মাণের বদলে যদি তিনি তাঁর সন্তানদের জীবন গঠনে সময় ব্যয় করতেন, তাহলে ভাল হতো।

শলোমন আমাদের বলেন ঃ "যেমন বীরের হস্তে বাণ সকল, তেমনি যৌবনের সন্তানগণ" (৪)। এই উপমাতে বাণগুলি আপনার সন্তানগণ ও আপনি ধনুক। আপনার সন্তানরা যে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা নিয়ে এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যায়, তা ধনুক দ্বারা স্থির হয়, যা পৃথিবীতে তাদের পাঠায়। সেই ধনুক হলো আপনার ঘর।

এই গীতের আবশ্যকীয় সংবাদ এর উদ্বোধনী উক্তিতে রয়েছে ঃ "যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে।" অনেক বিষয় আছে, যেগুলি কেবল ঈশ্বর করতে পারেন। কেবল ঈশ্বর আপনার সন্তানদের নব জীবন সৃষ্টি করতে পারেন।

কেবল ঈশ্বর বিশ্বাসরূপ উপহার তাদের দিতে পারেন। অন্য দিকে, আপনার সন্তানের জীবন ঈশ্বর গঠন করতে পারেন না, যদি না আপনি তাঁকে সেই কাজ করতে দেন। এক চমৎকার উপমা এই সত্যে মোড়ানো আছে। শলোমন আমাদের বলেনঃ "তিনি আপন প্রিয়পাত্রকে নিদ্রাযোগে এইরূপ দেন।" আমরা যতক্ষণ জেগে থাকি, ঈশ্বর আমাদের দেহে নতুন শক্তি দিতে পারেন না। কিন্তু যখন আমরা নিষ্ক্রিয় হই ও নিদ্রা যাই, ঈশ্বর সক্রিয় হন ও আমাদের দেহে নব জীবন প্রদান করেন। পিতামাতা হয়ে দায়িত্বগুলিতে ও বিভিন্ন আহ্বানে এই উপমা প্রয়োগ করুন।

এর অর্থ কী বোঝায়?

অনর্থক উদ্বিগ্ন হওয়া, শ্রম দেওয়া ও নির্মাণ করা সম্ভব, কারণ আমরা ভুল অগ্রগণ্যতাগুলি রাখি। এই গীত আমাদের চ্যালেঞ্জ দেয়, যেন সন্তানদের জন্য আমরা আত্মনিয়োগ করি কারণ পরিবারের মাধ্যমে ঈশ্বর এই পৃথিবীকে প্রভাবিত করতে চান। এই অগ্রগণ্যতায় আমাদের আত্মনিয়োগ করতেই হবে, কারণ দিয়াবল জানে, পৃথিবীকে প্রভাবিত করতে ঈশ্বর পরিবারকে কাজে লাগান। আজকের দিনে বিবাহ ও পরিবারের ঘোরতর পতন দুঃখপূর্ণ বাস্তব সাক্ষ্য বহন করে, যখন আমাদের ধনুকের তার কেটে দিয়ে ঈশ্বরের অনিবার্য কর্ম বানচাল করতে শয়তান প্রবৃত্ত হয়।

প্রত্যেক জন কি আশিসধন্য? আশিসধন্য মানুষ-সম্বন্ধীয় গীতে আমাদের প্রাপ্ত শিক্ষা অনুসারে তা নয়। শুধুমাত্র বিশ্বাসী ও বাধ্য পুরুষ বা স্ত্রী আশিসধন্য এবং তাদের আশিসধন্য এবং তাদের আশীর্বাদগুলি তাদের সন্তানদের মাধ্যমে এই পৃথিবীকে প্রভাবিত করে। আপনি কি সেই পুরুষ বা স্ত্রী? আশিসধন্য মানুষ ও তার আশীর্বাদের শর্তগুলি বিবেচনা করুন, এবং পরে এই প্রশ্নের উত্তর দিনঃ "দুইজন মানুষ এক সারিতে রয়েছে; আপনি কোন্ জন?"

আট অধ্যায়

চাপের সময় বিভিন্ন সমাধান—চতুর্থ গীত

আশিসধন্য মানুষ-সম্বন্ধীয় কয়েকটি গীত বিবেচনার পর আরও কয়েকটি গীত সমর্থন করতে আমরা প্রস্তুত হয়েছি, আমার মতে সেগুলি ভাব-সঙ্গীত। এই গীতগুলি অধিকাংশ সময় প্রার্থনা-সঙ্গীত। যেখানে গীত-রচয়িতা মানুষ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছেন—আসলে তিনি নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বরকে জানাচ্ছেন। চতুর্থ গীত এই প্রকার এক সঙ্গীতঃ

"হে আমার ধার্মিকতার ঈশ্বর, আমি ডাকিলে আমাকে উত্তর দেও।
সঙ্কটে তুমি আমাকে মনের প্রশস্ততা দিয়াছ;
আমাকে দয়া কর, আমার প্রার্থনা শুন।
হে মানব-সন্তানগণ, কত কাল আমার সম্মান অপমানে পরিণত করিবে,
অলীকতা ভালবাসিবে ও মিথ্যাকথার অন্বেষণ করিবে?
তোমরা জানিও, সদাপ্রভু সাধুকে আপনার নিমিত্ত পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন;
আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলে তিনি শুনিবেন।
তোমরা ভয় কর, পাপ করিও না;
তোমাদের শয্যার উপরে মনে মনে কথা কহ ও নীরব হও।
তোমরা ধার্মিকতার বলি উৎসর্গ কর,
আর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস রাখ।
অনেকে বলে, কে আমাদিগকে মঙ্গল দেখাইবে?
হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রতি নিজ মুখের দীপ্তি উদিত কর।
তুমি আমার অন্তঃকরণে এমন আহ্লাদ দিয়াছ,
যাহা উহাদের গোধূম ও দ্রাক্ষারসের বাহুল্যকালেও হয় না।
আমি শান্তিতে শয়ন করিব, নিদ্রাও যাইব;
কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমিই একাকী আমাকে নির্ভয়ে বাস করিতে দিতেছ।"

মানসিক চাপ থাকাকালীন কীভাবে আমাদের সাড়া দেওয়া উচিত?

চতুর্থ গীত রচয়িতার আবেগজনক পরিবেশ অত্যন্ত ক্লেশকর। এই ক্লেশকর শব্দের প্রথম দুটি বর্ণে আপনি উপলব্ধি করবেন যে এর রচয়িতা মানসিক চাপের সমস্যা জানাচ্ছেন।

চাপযুক্ত পৃথিবী, যেখানে আজ আমরা বাস করি, তা "উদ্বেগের যুগ" নামে চিহ্নিত হয়েছে। আমরা প্রতিদিন কীভাবে এই চাপগুলির মোকাবিলা করবো, এই গীত থেকে আমরা তার উপায় জানতে পারি।

প্রার্থনা

চতুর্থ গীতে দায়ূদ প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর আবেগযুক্ত মানসিক চাপগুলিতে সাড়া দিলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ "হে আমার ধার্মিকতার ঈশ্বর, আমি ডাকিলে আমাকে উত্তর দেও" (১)। প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন। কথোপকথনের দুটি দিক্ রয়েছে— কথা বলা ও শোনা। ঈশ্বর চান, আপনি যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু আপনার উদ্দেশেও তিনি কথা বলতে চান। অধিকাংশ প্রার্থনা-সঙ্গীতে আমরা প্রথমে দেখি গীতরচয়িতা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন, এবং পরে ঈশ্বরের সাড়া দান আমরা শুনতে পাই। গীতরচয়িতার আবেদনগুলি ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত হয়, এবং পরে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন। কারণ ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেন।

প্রার্থনার শুরুতে দায়ূদ তাঁর ক্লেশের উৎস সম্বন্ধে ঈশ্বরকে জানালেন (২)। ঈশ্বর এক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে দায়ূদকে উত্তর দিলেন ঃ "তোমরা জানিও, সদাপ্রভু সাধুকে আপনার নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন; আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলে তিনি শুনিবেন। তোমরা ভয় কর, পাপ করিও না" (৩, ৪)। যখন ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন, তখন পূর্বদশায় আমাদের আর থাকা উচিত নয়। উত্তরপ্রাপ্ত প্রার্থনা সম্বন্ধে শুধু ভাবুন। এর অর্থ, বিশ্ব-জগতের ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে আগ্রহী, তিনি আমাদের কথা শোনেন, এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের কথোপকথন কালে তিনি আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন। যখনই আমাদের পক্ষে আমরা প্রার্থনার উত্তর জানতে পারি, আমাদের জীবন আর কখনও এক রকম থাকতে পারে না।

আপনার অন্তঃকরণ পরীক্ষা করুন

দায়ূদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সময় ঈশ্বর দায়ূদকে কিছু করতে বললেনঃ "তোমার শয্যার উপরে মনে মনে কথা কহ, ও নীরব হও" (৪)। যখন ঈশ্বর দায়ূদকে নীরব থাকতে বললেন, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আমার কথা শোনো"। এখানে এক অনুভূতি জাগে, যখন তিনি দায়ূদকে বললেন "তুমি শয্যার উপরে ধ্যানস্থ হও, অন্তরে কথা বলো।" তিনি দায়ূদকে বলছিলেন, তুমি নিজের সঙ্গে কথা বলো। ঈশ্বর চাইলেন, দায়ূদ তার অন্তর পরীক্ষা করুক, অথবা নিজের সঙ্গে অল্প কথা বলুক।

সঠিক কাজ করুন

দায়ূদ যখন তাঁর অন্তঃকরণ পরীক্ষা করলেন, চাপ থেকে দায়ূদের উত্তরণ সম্পর্কে ঈশ্বর পথ দেখালেন। ঈশ্বর দায়ূদকে জানতে দিলেন ঃ "তুমি ধার্মিকতার বলি উৎসর্গ কর, আর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস রাখ" (৫)। দায়ূদকে এই কাজ করতে হলো কেন? কারণ অনেকে লক্ষ্য করছিল ও শুধালোঃ "কে আমাদিগকে মঙ্গল দেখাইবে?" (৬)। দায়ূদের প্রতি লোকেরা নজর রাখছিল। দায়ূদের দৃষ্টান্ত থেকে তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে শিখছিল।

আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে দায়ূদ এক মীমাংসার সম্মুখীন হলেন, যাতে তাঁর মনোনয়ন অন্তর্ভুক্ত হলো। তিনি সুবিধাজনক ভূমিকা নিয়ে টিঁকে থাকতে পারতেন; অথবা তিনি যথার্থ কাজ করতে পারতেন। যদি তিনি সঠিক কাজ করতেন, তাঁর বিশ্বাস থাকতো, সঙ্কটকালে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। যেহেতু তিনি এক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, সুবিধাবাদী অপবাদ নিয়ে তিনি দিন কাটাতে পারতেন না। ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ চলাকালীন সঠিক পদক্ষেপ নিতে যে কোন বলিদান দিতে তিনি সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি জানতেন, লোকেরা কোন মঙ্গলের প্রত্যাশী, যা অর্থপূর্ণ, এমন এক জনকে চায়। যিনি যথার্থ কর্ম করবেন, যদিও মহা বলিদান দিতে হয়।

যখন দায়ূদ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ধার্মিকতার বলি উৎসর্গ করবেন, তিনি আবেগজনক রূপান্তর উপলব্ধি করলেন। তিনি বললেন ঃ "তুমি আমার অন্তঃকরণে এমন আহ্লাদ দিয়াছ যাহা উহাদের গোধূম ও দ্রাক্ষারসের বাহুল্যকালেও হয় না। আমি শান্তিতে শয়ন করিব, নিদ্রাও যাইব; কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমিই একাকী আমাকে নির্ভয়ে বাস করিতে দিতেছ" (৭, ৮)।

দায়ূদের দারুণ ক্লেশে যদি আবেগজনক পরিবেশের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে, আপনি আপনার অন্তরে তন্ময় থাকুন, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলুন। যদিও এক আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বে আপনার অবস্থান থাকে, যেখানে সুবিধা বা সঠিক নির্ণয়ের বিষয় থাকে, তাহলে ধার্মিকতার বলি উৎসর্গ করতে হৃদয়ে সঙ্কল্প নিন ও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখুন। প্রমাণ দেখান, চাপ থাকাকালীন দায়ূদের সমাধান আপনার নৈতিক চাপ, অশান্তি ও ভয়যুক্ত আপনার আবেগগুলিকে শান্তিপূর্ণ আবেগজনক পরিবেশে বদলে দিতে পারে, যা আস্থা, শান্তি ও রাতের সুনিদ্রা থেকে আসে।

নয় অধ্যায়

সর্বশক্তিমান পরামর্শদাতা—একশো উনচল্লিশ গীত

"হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর,
আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও;
আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও;
আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না,
এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও" (গীতসংহিতা ১৩৯:২৩, ২৪)।

প্রার্থনা-সঙ্গীতের আর একটি উদাহরণ, যেখানে অনুপ্রাণিত গীত-লেখক মানুষ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছেন, সেই একশো উনচল্লিশ গীতে এটি দায়ূদের মহৎ প্রার্থনা। এই গীতে আমরা দেখতে পাই, দায়ূদের প্রতি ঈশ্বর মহান্ পরামর্শদাতা হয়েছেন। যখন শমূয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বর শৌলকে বললেন, ইস্রায়েলের প্রথম রাজার পক্ষে তিনি এক পুনঃস্থাপক খুঁজে পেয়েছেন, ঈশ্বর বর্ণনা দিলেন, দায়ূদ আমার মনের মত লোক, সে আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করবে। যেহেতু দায়ূদ তাঁর জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলতে চাইলেন, তাই তিনি এই চমৎকার প্রার্থনা ঈশ্বরকে জানালেন। প্রার্থনার নির্য্যাস আসলে শেষ দুই পদে ব্যক্ত হয়েছে। যদি গীতটির অবশিষ্টাংশকে আমরা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করি, প্রত্যেক পরিচ্ছেদ ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদের দেখাবে, যাঁর কাছে দায়ূদ এই প্রার্থনা করলেন। আর এই ঈশ্বরের উদ্দেশে দায়ূদ কেন তাঁর প্রার্থনা উৎসর্গ করলেন। আমরা তা জানতে পারবো। যখন দায়ূদ এই প্রার্থনা করলেন, ঐ সময় অনেক দেবতা ও প্রতিমার কাছে প্রার্থনা নিবেদিত হতো।

প্রথম পরিচ্ছেদে (১-৫) দায়ূদ আমাদের বলেছেন, এমন এক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, যিনি তাঁকে জানেন। দায়ূদ সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞান সীমাহীন। দায়ূদ প্রার্থনা করলেন ঃ "হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছ, আমাকে জ্ঞাত হইয়াছ" (১)। হয়তো আপনি বলবেন, এক বিখ্যাত মানুষকে আপনি জানেন; হয়তো তিনি আপনার দেশের এক রাজনৈতিক নেতা। পক্ষান্তরে, এটা কি বেশি মনোগ্রাহী হবে না, যদি সেই বিখ্যাত মানুষ প্রকাশ্যে বলেন, তিনি আপনাকে জানেন? মহিমাময় বাস্তব দ্বারা দায়ূদ অভিভূত হলেন, কেননা সারা বিশ্বের ঈশ্বর তাঁকে জানেন!

যখন আপনি মানবীয় পরামর্শ আশা করেন, আপনার কাছ থেকে অনেক বিষয় জানলেও আপনার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের বোধগম্যতা সীমাবদ্ধ থাকবে। তাঁরা উচ্চশিক্ষিত হলেও আপনার সামাজিক ইতিহাস ও হালফিল জটিলতা আপনার মুখ থেকে অনেকখানি শুনলেও আপনাকে সাহায্য দিতে তাঁদের সক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা থাকবে। কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে পুরোপুরি জানেন। আপনার চিন্তা করার আগে তিনি আপনার সকল চিন্তা জানেন, এবং তিনি "আপনার সমস্ত পথ ভালরূপে জানেন" (৩)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৬-১২) আমাদের দেখায় যে সত্য ও জীবিত ঈশ্বরের প্রতি দায়ূদ তাঁর প্রার্থনা জানাচ্ছেন। যাঁর কাছ থেকে তিনি লুকোতে পারেন না। দায়ূদ প্রার্থনা করলেন ঃ "আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলাইব?" দ্রুতবেগে ভ্রমণ করলে কি ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে পলায়ন করা যায়? আপনি কত দূরে পালিয়ে যাবেন? নিজেকে লুকিয়ে রাখতে কৌশলে পালিয়ে বা ঈশ্বরকে এড়িয়ে আপনি কত উচ্চে উঠতে বা কত নীচে নামতে পারেন? সর্বত্র বিরাজিত ঈশ্বরের কাছে দায়ূদ প্রার্থনা জানাচ্ছেন, যাঁর কাছ থেকে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (১৩-১৬) আমাদের দেখায় যে দায়ূদ সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, যিনি দায়ূদকে সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে দায়ূদের সম্বোধন এই প্রকার ঃ "বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে....তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না", (১৩, ১৬)। আমাদের অস্তিত্ব গঠনের পূর্বে আমাদের দিনগুলি ঈশ্বর একটি পুস্তকে লিখে রাখলেন। আপনার কর্ম-দিবস, সপ্তাহ, মাস সারা বছরের জন্য ক্যালেণ্ডারে লিখে রাখা সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করুন। এর মানে, মানুষের দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোন কিছু লেখা থাকে না। ঐশ্বরিক নকশায় আমাদের সকলের অস্তিত্ব বজায় থাকে। আপনি কখন্ গর্ভপাত করাতে চাইছেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা করুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (১৭, ১৮) আমাদের দেখায়, ঈশ্বরের কাছে দায়ূদ প্রার্থনা করছেন, যিনি দায়ূদ সম্বন্ধে চিন্তা করেন। দায়ূদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের সম্পর্কে ঈশ্বরের চিন্তাগুলি মূল্যবান, যেগুলি গণনাতীত, অথবা বোধাতীত (১৭)। ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে এক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি হলো প্রিয়জনদের বলা যে তাদের সম্পর্কে আপনি প্রায়শই চিন্তা করেন।

আমাদের সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা অপেক্ষা ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে বেশি চিন্তা করেন।

অবশেষে, দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, যিনি দায়ূদকে সুরক্ষিত রাখেন (১৯-২২)। এ প্রসঙ্গে তিনি ঈশ্বরের কাছে আবেদন রাখলেন, যেন তিনি দায়ূদের শত্রুদের বধ করেন। তিনি অত্যধিক নিশ্চয়তায় নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করলেন, যেন শত্রুদের বধ করতে ঈশ্বর তাঁকে সহায়তা দেন।

ঈশ্বরীয় এই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দায়ূদ তাঁর প্রার্থনার নির্য্যাসে ঈশ্বরের কাছ থেকে জানতে চেয়ে বলেলেন, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে "অনুসন্ধান" করো, আমার অন্তঃকরণ "জ্ঞাত" হও; আমার দুষ্টতা আমায় দেখিয়ে দাও (২৩, ২৪)। তিনি ঈশ্বরের চরণে এই নিবেদন রাখলেন, যাঁর কাছ থেকে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারেন না— এই ঈশ্বর তাঁকে জানেন, তাঁকে সৃষ্টি করলেন, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করেন ও তাঁকে সুরক্ষিত রাখেন।

এই ঈশ্বরের কাছে আমরা আমাদের সকল প্রার্থনা জানাই। যখন আপনার অন্তঃকরণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আপনি অনিশ্চিত থাকেন, কিন্তু আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বরীয় ইচ্ছার অনন্ত পথে চলতে চান, মহান্ পরামর্শদাতার সিংহাসনের সামনে আসুন, যাঁর কাছে দায়ূদ প্রার্থনা করতেন। আপনার হৃদয়ের আবরণ খুলে দিতে তাঁকে বলুন, এবং তিনি যেন সেই সকল কুসংকল্প আপনাকে দেখিয়ে দেন, যেগুলি আপনার হৃদয়ে থাকা উচিত নয়। আপনার মনের আবরণ খুলে দিতে তাঁকে অনুরোধ করুন, এবং তিনি যেন সেই চিন্তাগুলি আপনাকে দেখান, যেগুলি সেখানে থাকা উচিত নয়, কারণ আপনার জীবনের জন্য তাঁর সিদ্ধ ইচ্ছার অনন্ত পথে আপনি চলতে চান।

দশ অধ্যায়

একশো গীত

"সমস্ত পৃথিবী! সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর;
সানন্দে সদাপ্রভুর সেবা কর;
আনন্দগানসহ তাঁহার সম্মুখে আইস।
তোমরা জানিও, সদাপ্রভুই ঈশ্বর,
তিনিই আমাদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই;
আমরা তাঁহার প্রজা ও চরাণির মেষ।
তোমরা স্তব সহকারে তাঁহার দ্বারে প্রবেশ কর,
প্রশংসা সহকারে তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর;
তাঁহার স্তব কর, তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর।
কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলময়; তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী;
তাঁহার বিশ্বস্ততা পু(ষে পু(ষে স্থায়ী।"

একশো গীতটি নিশ্চিত আরাধনা-সঙ্গীত। আরাধনা সম্বন্ধে এই গীত আমাদের জানায়। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আরাধনা নিবেদিত হয়। ঈশ্বরের স্বর্গীয় উপস্থিতিতে এমন বিষয় আসে, এবং ঈশ্বরের স্বর্গীয় উপস্থিতির সামনে আসা বিষয়টি আরাধনার নির্যাস। দায়ূদের এই গীতে আমাদের জন্য তিনি কেবল আরাধনার সংজ্ঞা দেন নি, কিন্তু এক উপমা ব্যবহার করার মাধ্যমে আরাধনা করার উপায়ও আমাদের দেখিয়েছেন।

পুরাতন নিয়মের সময়ে রাজার সঙ্গে কথা বলার জন্য সাক্ষাৎ-প্রার্থীকে নির্দিষ্ট প্রমাণ-পত্র অনুসরণ করতে হতো। প্রথমে সে রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতো। যদি রাজা এক মহান্ রাজা হতেন, পরিদর্শক দীর্ঘ অনেক অলিন্দ পেরিয়ে যেতেন, বড় বড় দরজার মধ্য দিয়ে যাওয়ার আগে তার এগিয়ে যাওয়ার পথের দুই ধারে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে থাকতো, এবং শেষে এক অভ্যর্থনাকারী সেই পরিদর্শককে আগলে রাজার সামনে নিয়ে যেতেন।

এক রাজা হিসেবে দায়ূদ এই প্রমাণ-পত্র সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। আরাধনার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে ও আরাধনা করার "উপায়" জানাতে তিনি এক উপমা রূপে

সেই প্রমাণ-পত্র কাজে লাগাতেন। দায়ূদের মতানুসারে ঈশ্বরের উপস্থিতির সামনে আরাধনা আসে।

"স্তব সহকারে" (৪) ঈশ্বরের উপস্থিতির সামনে আসা উচিত। আমাদের সকল আশীর্বাদের বিনিময়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আরাধনার অভিজ্ঞতা শুরু হওয়া উচিত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন আরাধনার জন্ম দেয়। এক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় হচ্ছে "দ্বার", ঈশ্বরের সামনে যে দ্বার আমাদের নিয়ে যায়।

তিনি তাঁর উপমাতে দৈহিক-ভঙ্গি উল্লেখ করলেন, যখন তিনি লিখলেনঃ "প্রশংসা সহকারে তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর" (৪)। যখন আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে আরাধনা শুরু করি, অচিরে আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা গাই। আমাদের প্রতি দত্ত অফুরন্ত আশীর্বাদের বিনিময়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করি ও তাঁর মহত্ব সম্পর্কে তাঁকে প্রশংসিত করি।" "ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দ্বারগুলি" পেরিয়ে যাওয়ার পরে ঈশ্বরের হস্তের প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। যাঁর হস্ত দ্বারা আমরা অকল্পনীয় আশীর্বাদ পাই। কিন্তু যখন আমরা প্রশংসার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি, ঈশ্বরের মুখমণ্ডলে আমরা মনোনিবেশ করি।

বহু শতাব্দী যাবৎ মহান্ প্রবীন আত্মাগণ আমাদের বলেছেন, যে দরজা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমাদের নিয়ে যায়, সেটা প্রশংসা জ্ঞাপনের দরজা। দায়ূদের অনুপ্রাণিত উপমা অনুযায়ী যে দরজা ঈশ্বরের স্বর্গীয় উপস্থিতিতে আমাদের নিয়ে যায়, সেটা বন্দনা-গানের দরজা। দায়ূদের লিখনেঃ "আনন্দগানসহ তাঁহার সম্মুখে আইস" (২)। সঙ্গীত ও আরাধনাকে দায়ূদ জুড়ে দিলেন। দায়ূদের ছিল "চারি সহস্রলোক দ্বারপাল; এবং দায়ূদ প্রশংসার্থে যে সকল বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করেন, তাহা দ্বারা চারি সহস্র লোক সদাপ্রভুর প্রশংসা করিত" (১ বংশাবলি ২৩:৫)।

এই জীবনে সময় আসে, যখন আমাদের অবর্ণনীয় বিষয়গুলি ব্যক্ত করার প্রয়োজন হয়। এই কারণে প্রেমিকেরা একে অন্যকে হাস্যকর ডাক নাম দেয়। যা পরে তাদের বিব্রত করে। তারা পরস্পরের প্রতি তাদের অব্যক্ত প্রেম ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হয়। ঈশ্বরের স্বর্গীয় উপস্থিতিতে থাকার চেয়ে সেই প্রয়োজন কখনও মহত্তর হয় না। ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় উপস্থিতিতে আমাদের অব্যক্ত আরাধনা ব্যক্ত করতে অলৌকিক সঙ্গীত আমাদের দিয়েছেন। দায়ূদের মতানুসারে সঙ্গীত ঈশ্বরের উপস্থিতিতে যাওয়ার দ্বার খুলে দেয়।

যখন আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসি, অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি যে কেবল বুদ্ধিগতভাবে আমরা জেনেছি। প্রথমে আমরা পুরোপুরি জানতে পারি যে তিনি ঈশ্বর। যখন আমরা আরাধনা করি, আমরা মেনে নিই সদাপ্রভুই ঈশ্বর, এবং "আমরা তাঁহার প্রজা ও তাঁহার চরাণির মেষ" (৩)। হয়তো প্রেরিত পৌল এ কথাই বলতে চাইলেন, যখন তিনি লিখলেন ঃ "পবিত্র আত্মার আবেশ ব্যতিরেকে কেহ বলিতে পারে না, 'যীশু প্রভু' (১করিন্থীয় ১২ঃ৩)।"

এবারে পবিত্র আত্মার দ্বারা আমরা জানি "সদাপ্রভুই ঈশ্বর।" অনেক সময় ঈশ্বরের কাছে আমাদের পূর্ণ সমর্পণে আমরা বাধা সৃষ্টি করি, কারণ "সদাপ্রভুই ঈশ্বর" এ কথা স্বীকার না করে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা আমরা বলি ঃ "সদাপ্রভু ভয়ংকর।" এই গীত জানায়, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমরা কেবল জানতে পারি না যে সদাপ্রভুই ঈশ্বর, কিন্তু আমরা জানি "সদাপ্রভু মঙ্গলময়" (৫)। আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা মঙ্গলময়, কারণ তিনি স্বয়ং মঙ্গলময়।

তাঁর উপস্থিতিতে আমরা জানতে পারি, তিনি চান, যেন বিশ্বের সকল দেশের সমুদয় প্রজন্ম তাঁর কাছে আসে, এবং আমরা যা জানি, তারাও তা জানতে পারে। এই গীতের প্রথম পদে লেখা আছে "সমস্ত পৃথিবী।" শেষ পদের শেষাংশে লেখা আছে "পুরুষে পুরুষে" (৫)। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে যারা আরাধনা করে, তারা জানে, ঈশ্বর চান, যেন সমস্ত মানুষ তাঁকে জানতে পারে। বাইবেল এবং মণ্ডলীর ইতিহাস সেই সমস্ত লোকদের জীবনীতে পূর্ণ, ঈশ্বরের কাছে আসার অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা যাদের ছিল, যা ঈশ্বরের পক্ষে তাদের ফলবন্ত জীবন প্রসারিত করলো।

আরাধনা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার এই নমুনা গীতটির দ্বিতীয় বাক্যে উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে আমাদের উৎসাহিত করা হয়েছে ঃ "সানন্দে সদাপ্রভুর সেবা কর।" যখন আমরা সত্যি ঈশ্বরের আরাধনা করি, সানন্দে আমরা তাঁর সেবা করি, তাঁর সেবা করা আমাদের দায়িত্ব হিসেবে নয়। এই আরাধনা সঙ্গীতে আমরা শিখেছি আরাধনা কাকে বলে, আরাধনা করার উপায়, আরাধনা করলে আমাদের প্রতি কী ঘটে, এবং আরাধনার সত্যিকার অভিজ্ঞতার ফল।

এগার অধ্যায়

ব্যর্থতার পক্ষে নির্দেশ দান — চৌত্রিশ গীত

৩৪ গীতটি আবেগজনক বা প্রার্থনা সঙ্গীতগুলির অন্যতম সঙ্গীত, যদিও এই গীতটি আরাধনা ও প্রচার-সঙ্গীত। এই ৩৪ গীতের সূচনায় শিরোনামটি সঙ্গীতের মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক দৃশ্যশ্রেণী আপনাকে জানায়। এই গীত দায়ূদের প্রথম জীবনের তমসাময় অধ্যায় দেখায়, যখন দায়ূদ শৌলের কাছ থেকে পলায়ন করলেন ও এক পলাতক হলেন। দায়ূদের জীবনের ঐ তমসাময় অধ্যায় ১ শমূয়েল ২১ ও ২২ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। দায়ূদ যখন শৌলের কাছ থেকে পলায়ন করলেন ও প্রকাশ্যে এক নম্বর শত্রু হলেন, তাঁর নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার জন্য তিনি এক পলেষ্টীয় রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। যখন এই পদক্ষেপ ব্যর্থ হলো, দায়ূদ পলায়মান রইলেন, এবং গুহাতে ও প্রান্তরে বাস করতে লাগলেন। পরে আমরা পড়ি যে প্রান্তরে তাদের দ্বারা দায়ূদ গৃহীত হলেন, যারা ছিল ক্লিষ্ট, ঋণী ও তিক্তপ্রাণ (১শমূয়েল ২২ঃ২)। প্রাচীন সংস্কৃতিতে ঋণী হওয়া মানে কারাগারে দেনাগ্রস্তের ভয়াবহতায় আপনি রইলেন, মথি লিখিত সুসমাচার আঠারো অধ্যায়ে যীশু কথিত দৃষ্টান্তে এর বর্ণনা আছে। এই চক্রান্ত উপলব্ধি করা যায় যে ঐ সময় যীশু প্রথম বার তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, পরবর্তী কালে যারা "দায়ূদের শক্তিশালী বীর" হয়েছিল।

৩৪ গীত এক উদাহরণ/সারসংক্ষেপ, যখন পলায়মান ও ব্যর্থ লোকদের কাছে দায়ূদ প্রচার করলেন, যারা শক্তিশালী মানুষ হয়েছিল, কারণ তাদের উদ্দেশ্যে দায়ূদের প্রচারের নির্যাস তারা বুঝতে পারলো ও বিশ্বাস করলো। ব্যর্থ জনদের পক্ষে দায়ূদের নির্দেশ-পত্রকে সংক্ষেপে বলা যায় "তিন জন এক সারিতে রয়েছে; আপনি কোন্ জন?"

আশাপূর্ণ মানুষ (৪-৭)

এখনও যে মানুষের আশা রয়েছে, সে বিশ্বাস করে, এ জীবনে কিছু মঙ্গল রয়েছে, যা খুঁজে পেতে হবে। প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে ঈশ্বর আশা-বীজ বপন করেন। আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর আশা রোপণ করেন, কারণ আশা আমাদের বিশ্বাসে চালিত করে। এই কারণে বাইবেলে উল্লিখিত বিশ্বাস-সম্বন্ধীয় অধ্যায় সূচনাতেই আমাদের জানায় যে বিশ্বাস অনেক বিষয়ে ভরসা জোগায়, যার জন্য আমরা আশা রাখি। বিশ্বাস আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়।

আমেরিকাতে প্রত্যেক বছর ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত আত্মহত্যা হয়। যখন মানসিক চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীদের কাছে এত আত্মহত্যার কারণ জানতে চাপ দেওয়া হয়, তাঁদের উত্তরগুলির একটি উত্তরে তাঁরা বলেন, আশাহীন মানুষ আত্মহত্যা করে। যখন মানুষের আর বিশ্বাস থাকে না যে তাদের জীবনে মঙ্গলজনক ঘটনা আসন্ন, তখন তারা আত্মহত্যা করে।

যখন বিষয়টা দুঃখপূর্ণ যে আমেরিকাতে প্রতি বছর পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার মানুষ আশা হারায়, তখন উপলব্ধি করা বিস্ময়জনক যে আমেরিকাতে কুড়িকোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের আশা আছে, কারণ আমাদের হৃদয়ে আশা জন্ম নিয়েছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় হলো, আমাদের হৃদয়ে তিনি যে আশা রোপণ করেন, তা যেন বিশ্বাসে আমাদের চালিত করে, এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা এই, সেই বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের সঙ্গে যেন আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

প্রেরিত পৌলের মতানুসারে জীবনে তিনটি মহৎ স্থায়ী গুণ হলো বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও প্রেম (১করিন্থীয় ১৩:১৩)। এই গুণাবলীর মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ, কারণ প্রেম কোন কিছুর দিকে আমাদের চালায় না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিয়ে যায়। পৌলের বর্ণনানুযায়ী যখন আমরা সেই প্রকার প্রেম জানতে পারি, আমাদের একই অভিজ্ঞতা হয়। পরিচিত শব্দগুচ্ছ "ঈশ্বর প্রেম" অভিব্যক্তির অর্থ বোঝায় সেখানে প্রেমের গুণ রয়েছে, এই গুণই ঈশ্বর।

আশাহীন মানুষ (১৬, ২১)

এক আশাহীন মানুষের মত বিষয়ও রয়েছে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার প্রয়াসী মানুষ আশাহীন। ঈশ্বর যদি আপনার পক্ষে থাকেন, তাহলে আপনার বিপক্ষে কে থাকতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর যদি আপনার বিপক্ষ হন, তাহলে আপনার পক্ষে কে থাকতে পারে? গমলীয়েলের মত প্রাচীন রবিবদের সঙ্গে সহমত হয়ে পৌল বলেছিলেন ঃ "ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষ, তখন আমাদের বিপক্ষ কে?" এ কথার বিপরীত উক্তিটিও সত্যি ঃ "যদি ঈশ্বর আমাদের বিপক্ষে থাকেন, তাহলে কে আমাদের পক্ষে থাকতে পারে?" (রোমীয় ৮:৩১; প্রেরিত ৫:৩৪-৪০)। যে মানুষ ঈশ্বরের বিপক্ষে বিচরণ করে, সে এমন এক দিকে যায় যা তার জীবনে হতাশা আনে। দায়ূদ এই সত্য ব্যক্ত করলেন, যখন তিনি লিখলেন ঃ "সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল .... দুষ্টতা দুর্জনকে সংহার করিবে" (১৬, ২১)।

আনন্দিত (আশিসধন্য) মানুষ (১৫, ১৭-২০, ২২)

অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষণ আনন্দময়তা উদ্ভাসিত করবে, এবং ঈশ্বরভক্ত মানুষের ইতিবাচক পরিণতি ও অধার্মিক মানুষের নেতিবাচক পরিণতি ও বিষাদ দেখাবে। এ জীবনে সেই নিরীক্ষণ সাধারণত সত্যি হয়। ইয়োবের পুস্তক ও শাস্ত্রের অন্যান্য বচন আমাদের সাবধান করবে ঃ "কখনও বলবে না সর্বদা", এবং "কখনও বলবে না কখনও না!" অনন্ত রাজ্যে দায়ূদের নিরীক্ষণ সর্বদা সত্যি হবে (৭৩ গীত)।

বাস্তব ঘটনা (৩-৮)

পলায়মান ও ব্যর্থতা সম্পর্কে দায়ূদ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং নৈরাশ্যময় জীবন থেকে কিভাবে তিনি উত্তরণ পেলেন ও এক উল্লসিত, আশিসধন্য মানুষে পরিণত হলেন, এ সম্বন্ধে বলেছেন। দায়ূদের এই ব্যক্তিগত উক্তিগুলিতে চোখ রাখুন ঃ "আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলাম, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, আমার সকল আশংকা হইতে উদ্ধার করিলেন ..... এই দুঃখী ডাকিল, সদাপ্রভূ শ্রবণ করিলেন, ইহাকে সকল সঙ্কট হইতে নিস্তার করিলেন।" দায়ূদের পরিবর্তিত জীবনের এটাই ব্যক্তিগত সাক্ষ্য।

ব্যর্থ জীবনগুলির জন্য দায়ূদের নির্দেশ-পত্র

"আস্বাদন করিয়া দেখ, সদাপ্রভু মঙ্গলময়", পরে আবিষ্কার করুন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখে, সে ধন্য (৮)। ব্যক্তিগত পরিবর্তিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আবিষ্কার করুন সদাপ্রভু মঙ্গলময়, যা এ জীবনে জানতে আপনার আশা ছিল।

দায়ূদ ও তাঁর শক্তিশালী মানুষ জনদের মধ্যে চুক্তি

"আমার সহিত সদাপ্রভুর মহিমা কীর্তন কর;আইস, আমরা একসঙ্গে তাঁহার নামের প্রতিষ্ঠা করি" (৩)। এই চুক্তি আধ্যাত্মিক সমাজের এক চমৎকার বর্ণনা। এটাই প্রচারের ধরন, যা দায়ূদের শক্তিশালী লোকদের গঠন করলো। কখনও ভুলে যাবেন না, দায়ূদের শক্তিশালী লোকেরা পলায়মান ও ব্যর্থ ছিল, যখন দায়ূদ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই শক্তিশালী লোকেরা ছিল ঋণী, ক্লিষ্ট ও তিক্তপ্রাণ, যখন দায়ূদ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

দায়ূদের শক্তিশালী লোকদের মধ্যে আপনি আবার সেই সত্য দেখতে পাবেন, যা মোশির মত লোকদের জীবনে, সমস্ত বিচারকর্তাদের মধ্যে ও স্বয়ং দায়ূদের জীবনেও

ছিল। সেই সত্য হলো, ঈশ্বর প্রফুল্লিত হন, যখন অত্যন্ত সাধারণ লোকদের মাধ্যমে তিনি অসাধারণ কর্ম করতে পারেন। ৩৪ গীতের মত কোন গীত ও দায়ূদের শক্তিশালী লোকদের সামগ্রিক বিস্ময়কর বিষয় মূর্ত হয়েছে, আমি যাকে বলি চারটি আধ্যাত্মিক রহস্য। রহস্যগুলি এই প্রকার, যথাঃ

আমি না, কিন্তু ঈশ্বর, তিনি আমার সঙ্গে আছেন।

আমি পারি না, কিন্তু ঈশ্বর পারেন, এবং তিনি আমার সঙ্গে আছেন।

আমি যা করতে চাই না, ঈশ্বর তা করতে চান, এবং তিনি আমার সঙ্গে আছেন।

আমি করি নি, কিন্তু ঈশ্বর করলেন, কারণ তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন।

ছেচল্লিশ গীত

ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল।
তিনি সঙ্কটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়।
অতএব আমরা ভয় করিব না —
যদ্যপি পৃথিবী পরিবর্তিত হয়,
যদ্যপি পর্বতগণ টলিয়া সমুদ্রের গর্ভে পড়ে .....
এক নদী আছে, তাহার প্রণালী সকল ঈশ্বরের নগরকে,
পরাৎপরের আবাসের পবিত্র স্থানকে আনন্দিত করে।
ঈশ্বর তাহার মধ্যবর্তী, তাহা বিচলিত হইবে না। .....
তোমরা ক্ষান্ত হও; জানিও, আমিই ঈশ্বর;
আমি জাতিগণের মধ্যে উন্নত হইব,
আমি পৃথিবীতে উন্নত হইব।
বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সহবর্তী,
যাকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চদুর্গ" (গীত ৪৬:১-৫, ১০, ১১)

কোরহের সন্তানরা, প্রাচীন গীতরচয়িতা, যাঁরা এই গীত লিখলেন, কম্পিত পর্বতমালা সমুদ্রগর্ভে পড়ে ধারণাটি ছিল অচিন্তনীয় আকস্মিক এক উপমা। এই লেবীয় ভ্রাতাদের

ভক্তিমূলক বাণীর প্রধান বিষয় হলো, যখন আমাদের আক্ষরিক বা ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল পতিত হয়, তখনও দীর্ঘ সময় আমাদের নীরব থাকতে হবে এই কথা জেনে যে ঈশ্বর আছেন, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব কিছু হবে (১০)। বিশ্বব্যাপি, আমেরিকার বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের মজবুত টুইন টাওয়ার (যমজ দুর্গ) লোকেরা নিরীক্ষণ করলো। এটা ছিল অচিন্তনীয় এক উপমার আধুনিক উদাহরণ। এটাকেই সমুদ্রগর্ভে আমাদের পর্বতের পতন বলা হলো।

এই পৃথিবীর বাস্তবতার প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন, যেখানে পার্থিব মূল্য ও অনন্ত মূল্য রয়েছে। পাশাপাশি অবস্থিত অনন্ত ও পার্থিব মূল্যের এই ধারণার পক্ষে প্রাচীন স্তব-গীতি লেখকদের উপমাটি হলো এক নদী, যা এই আত্ম-বিনাশ, পার্থিব ও অস্থায়ী জগতের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, এবং সেই নদী সরানো (বিনষ্ট করা) যাবে না, এই নদীর মাঝখানে ঈশ্বর আছেন, যা এই জগতের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ও মহা আনন্দ আনছে, কেননা ঈশ্বরের অনন্ত নগরে এই নদী বইছে। এই নদী ঈশ্বরের লোকদের প্রতীক, যাদের অনন্ত জীবন রয়েছে, কেননা তারা তাদের অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রবীণ প্রেরিত যোহন এই ভাবে ঈশ্বরের লোকদের সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন ঃ "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী" (১ যোহন ২:১৭)।

আসলে এই নদীকে সরানো যাবে না মানে এই নদী অনন্ত মূল্যেরও প্রতীক, যা এই পার্থিব ও অস্থায়ী পৃথিবীতে বয়ে যায়। এই গীতরচয়িতাগণ আমাদের বলছেন, যখন আমাদের বিশ্ব আক্ষরিকভাবে বা সমূলে ভেঙ্গে পড়ে, তখনও বাস্তবতার প্রতি দীর্ঘকাল আমাদের অটল থাকা প্রয়োজন, কেননা ঈশ্বর আছেন, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু *চিরস্থায়ী*!

নূতন নিয়মে আমাদের বলা হয়েছে, আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি না, এবং আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি না, যদি না আমাদের বিশ্বাস থাকে যে ঈশ্বর আছেন (ইব্রীয় ১১:৬)। এই মহৎ গীত অনুসারে যখন আমাদের বিশ্ব ভেঙ্গে পড়ে, মহৎ বাস্তব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরে, অর্থাৎ যখন আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বর আছেন, তখনও দীর্ঘকাল আমাদের শান্ত থাকতে হবে, যেন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি। জাতিগণের মধ্যে ঈশ্বর উন্নত হতে চান, এবং পৃথিবীতে তিনি মহিমান্বিত হতে চান। ৪৬ গীত আমাদের জানায়, বিপর্যয়ের সময় আমাদের শান্ত থাকতে হবে, এবং আমরা জানতে পারবো যে আমাদের বিশ্ব সম্বন্ধে ও আমাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ঈশ্বরের ইচ্ছা রয়েছে।

এই গীতে আমাদের জন্য অনেক সান্ত্বনা ও আধ্যাত্মিক দৃশ্যশ্রেণী রয়েছে, যখন আমাদের আক্ষরিক বা ব্যক্তিগত বিশ্ব আমাদের আত্ম-বিনাশ করে। নিউ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড বাইবেলে আপনি যদি প্রান্তিক বিকল্প পাঠ পড়েন, আপনি আবিষ্কার করবেন, এই প্রাচীন গীতরচয়িতাগণ আমাদের বলছেন যে "আমাদের চরম সংকটের সময় ঈশ্বরের কাছে প্রচুর সাহায্য রয়েছে।" যখন আমাদের প্রতি যাঁরা বলেছেন ঃ "তোমরা ক্ষান্ত হও; জানিও, আমি ঈশ্বর", তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে তাঁরা আসলে লিখলেন ঃ "তোমরা স্বচ্ছন্দ হও, প্রয়াস ছাড়ো, যেমন চলছে চলুক, এবং জানো (অভিজ্ঞতা ও সম্পর্ক দ্বারা) আমি আছি, এবং আমার বাক্যের সর্বত্র লেখা আছে, আমি আছি। এ কথাও জেনে রাখো, তোমাদের বিপর্যয়ের সময়েও আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, এবং নির্দিষ্ট উপায় সম্পর্কে আমার ইচ্ছা রয়েছে, তোমাদের এলোমেলো পরিস্থিতির সময় যে ইচ্ছায় তোমাদের সাড়া দেওয়া উচিত।"

যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁদের পার্থিব সম্পদ হারিয়ে কষ্ট পান, যেমন ভূকম্প, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড অথবা মানুষের তৈরী দুর্যোগ, যেমন যুদ্ধ, যদিও এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা থেকে কোন মঙ্গল আসে না, তবুও ঈশ্বর কোন কোন সময় এই দুর্যোগগুলি ব্যবহার করেন, যেন তাঁর লোকেরা শিক্ষা পান যে স্বর্গীয় সম্পদ ও পার্থিব সম্পদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যীশু আমাদের শিক্ষা দিলেন, তোমরা স্বর্গে ধন সঞ্চয় করো, কারণ জগতের ধন-সম্পদ কীট দ্বারা ক্ষয় পায় ও চোর আমাদের ধন চুরি করে (মথি ৬:১৯-২১)।

এটি এক ভাববাণীমূলক গীত হিসেবেও বিবেচিত হয়, কারণ ভাববাদী ও প্রেরিতদের মতানুযায়ী এতে উপমাসূচক "সদাপ্রভুর দিন" বলা হয়েছে। যখন ভাববাদীগণ কোন ঘটনার আগামী সংবাদ দেন, কোন কোন সময় তাঁদের উপস্থাপন শুনে মনে হয়, যেন ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে। একে বলা হয় "ভাববাণীসূচক পুরাঘটিত কাল।" এই গীতের লেখকগণ সদাপ্রভুর দিন এমন ভাবে উপস্থাপন করলেন, যেন মনে হলো ঘটনাটি ইতিমধ্যে ঘটেছে। তাঁরা এক ধ্বংসস্থান দেখাবার জন্য আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। এ যেন কোন রাজ্যের রাজ্যপাল বা শাসনকর্তা ক্ষতি নির্ধারণ করতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়-স্থানের ওপর দিয়ে বিমানে উড়ে যাবেন। এ প্রসঙ্গে শুরু ও সমাপ্তির পদগুলি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, এবং আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে, যেন আমরা শান্ত থাকি, এবং ঈশ্বরের পরিচয় ও তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাত হই (১, ১০, ১১)। সদাপ্রভুর দিন সম্পর্কে আমাদের প্রতি উল্লিখিত শাস্ত্রের সকল বচনে জোরালো আবেদন রয়েছে ঃ

"প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে; তখন আকাশমণ্ডল হূহূ শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্তী কার্য্য সকল পুড়িয়া যাইবে" (২পিতর ৩:১০, ১১)।

যখন আমেরিকাতে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ভেঙ্গে পড়লো, সীমানা নির্দেশক চিহ্ন জানিয়ে দিল অসংখ্য মানুষের পার্থিব মূল্য ছিন্নভিন্ন হয়েছে। দুরাচারদের প্রতিরোধ করতে ঈশ্বরের কিছু করার নেই, এবং মন্দ লোকদের হস্ত দ্বারা আমাদের দুঃখজনক দুর্দশা থেকে কোন মঙ্গল আসে না। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর কোন কোন সময় আকস্মিক মহাদুর্ঘটনা ঘটতে দেন, যেন আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক মূল্যবোধে তাঁর লোকেরা চমক জাগানো আহ্বান শুনে জেগে ওঠে। কোরহের সন্তানগণের দ্বারা লিখিত এই মহৎ গীতের সংবাদে এটাই নির্যাস।

বারো অধ্যায়

হিতোপদেশ পুস্তক

আপনার ব্যবসা পরিচালনা চলাকালীন দুটো বিষয় আপনার লাভ হয় — অর্থ ও অভিজ্ঞতা। যখন ঈশ্বরভক্ত লোকেরা এ পৃথিবীতে ব্যবসা করেন, জাগতিক লোকেরা প্রায়শই অর্থ পায় ও ঈশ্বরের লোকেরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। আমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর হিতোপদেশ পুস্তক দিয়েছেন, যেন আমরা সমগ্র জীবন অভিজ্ঞতার দ্বারা সব কিছু না শিখি। হিতোপদেশ পুস্তকটি বাইবেলের অত্যধিক বাস্তব পুস্তক। শলোমন তিন হাজার প্রবাদ লিখলেন (১রাজাবলি ৪ঃ২৯-৩৪)। বাইবেলের এই অনুপ্রাণিত পুস্তকে আমাদের কাছে তিনি প্রায় এক হাজার প্রবাদ প্রকাশ করলেন, সর্বকালে তাঁকে সেরা জ্ঞানী বলা হয়। হিতোপদেশ পুস্তকে তিনি ও তাঁর সমসাময়িক জ্ঞানীজনেরা আমাদের জীবনের সকল বাস্তবক্ষেত্রে জীবন যাপন করার উপায় দেখিয়েছেন।

শলোমনও এক হাজারের অধিক সঙ্গীত লিখলেন। হিতোপদেশ পুস্তকে তাঁর লেখা এক হাজারের চেয়ে কম প্রবাদ আমরা দেখতে পাই, এবং পরমগীত নামে তাঁর লেখা কেবল একটি গীত-পুস্তক বাইবেলে সংযোজিত হয়েছে। হিতোপদেশ পুস্তকে উল্লিখিত সকল প্রবাদ শলোমন লেখেন নি। অন্যান্য জ্ঞানী জন দ্বারা লিখিত জ্ঞানের বাণী তিনি সংকলিত করলেন, এবং শলোমনের কয়েকটি প্রবাদ অন্যান্য জ্ঞানী জন দ্বারা এই পুস্তকে সংকলিত হলো।

প্রথম নয়টি অধ্যায় পুস্তকটির উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, যেগুলি জ্ঞান শিক্ষা দেয়। অধ্যায় ১০:১ থেকে অধ্যায় ২২ঃ১৬ পর্যন্ত শলোমনের প্রবাদ আমাদের চোখে পড়ে। জ্ঞানী জনদের প্রবাদ ২২:১৭-২৪:৩৪ এবং হিষ্কিয়ের জ্ঞানী জনদের দ্বারা শলোমনের প্রবাদগুলি অধ্যায় ২৫-২৯ অবধি পরিপূরক সংকলন। ৩০ অধ্যায়ে আগূরের প্রবাদবাক্য ও ৩১ অধ্যায়ে শমূয়েলের প্রবাদবাক্য সংযোজিত হয়েছে, যেগুলি তিনি তাঁর মাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ১-১০ অধ্যায় অবধি যুবকদের প্রতি লিখিত হলো; ১১-২০ অধ্যায় সকল মানুষের জন্য। এবং ২১-৩১ অধ্যায় মানুষের শাসনকর্তাদের জন্য।

যদিও শলোমন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রূপে পরিচিত হলেন (১রাজাবলি ৪:৩১), তিনি আবার অনেক দিক্ দিয়ে চিরদিনের শ্রেষ্ঠ ব্যর্থ মানুষ। ইতিহাস পুস্তকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় আমি দেখতে পেলাম, বিভক্ত রাজ্য ও বন্দীত্ব শলোমনের পাপের ফল, যা তাঁর পিতা দায়ূদের পাপের চেয়ে বেশি। এত ব্যর্থ এক মানুষ জীবন যাপন করার উপায় কেমন করে ঈশ্বরের লোকদের শেখালেন?

এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর রয়েছে। এই প্রবাদগুলির প্রজ্ঞা রচয়িতার নিজ জীবনে প্রযুক্ত হয়েছিল কিনা, তার ওপরে নির্ভর করে না; ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রজ্ঞা তাঁরা দিয়ে গেলেন। এছাড়া এই সমস্ত প্রবাদ, ১২৭ গীত, এবং উপদেশক পুস্তক যুবকদের শিক্ষা দেবার জন্য শলোমন লিখলেন, যেন তারা শলোমনকে অনুসরণ না করে। তিনি তাঁর ভুল-ভ্রান্তি থেকে অনেক কিছু শিখলেন, এবং অন্যদের কাছে, বিশেষ ভাবে যুবকদের উদ্দেশ্যে তাঁর কষ্টসাধ্য শিক্ষা দিয়ে যেতে চাইলেন।

এই প্রবাদগুলির উদ্দেশ্য জানবার জন্য তিনি শব্দান্তরে বলেছেন ঃ "আমি তোমাকে প্রজ্ঞার পথ দেখাই, পরিচালনা করি ন্যায়ের পথে.....তোমাদের আবরণের প্রতিফল তোমরা পাবে, নিজেদের চক্রে নিজেরাই পড়বে।.....ঈশ্বরভক্তি প্রজ্ঞার প্রথম যোগান, পরমপবিত্রকে

জানলেই হবে তোমার জ্ঞানের উদ্বোধন"। ঈশ্বরকে জানিলে সর্ব প্রকার বোধগম্যতা আসে (৪:১১; ১:৩১; ৯:১০)।

এক দিকে, শলোমনের এই মিশনের উদ্দেশ্য তাঁর নিজ জীবনের উদ্দেশ্যের সারাংশ। তিনি জানতেন, তিনি ব্যর্থ হলেন, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তিনি চাইলেন, আমরা যেন জ্ঞাত হই, যে ব্যর্থতা ও তার পরিণতিগুলির মধ্য থেকে আমরা শিখতে পারি। শিখে নেবার পক্ষে একটি অত্যন্ত কার্যকরী উপায় হলো আমাদের মূর্খতা ও পাপময় পছন্দগুলির পরিণতিগুলিতে প্রতিক্রিয়া রেখে আমরা শিখতে পারি। আমাদের পছন্দসই উপায়গুলির পূর্ণ ভীতি যখন আমরা জানতে পারি, মূল্যবান প্রজ্ঞা লাভ করতে বড় বেশি দাম দিয়ে থাকি, এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণ রাখি ঃ সঠিক কর্ম করার একটি জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন।"

যথার্থ কোন বিষয় সম্বন্ধে ঈশ্বর যখন আমাদের বলেন, তিনি বলতে চান, তিনি আমাদের ভালবাসেন। তিনি চান, যেন আমরা সঠিক কাজ করি, কারণ তিনি জানেন, সঠিক কর্মের পরিণতিগুলি মঙ্গলজনক। যখন ঈশ্বর কোন মন্দ বিষয় ঘোষণা করেন, সেই সুস্পষ্ট বচনে তিনি বলেন, তাঁর জানা আছে যে মন্দ কর্মের পরিণতিগুলি কল্যাণ সাধন করে না।

মনোমুগ্ধকর মহিলা সম্পর্কে সতর্ক-বার্তা

হিতোপদেশ ৫:১৫-১৯ যুবকদের উদ্দেশ্যে কথিত, এবং মনোমুগ্ধকর মহিলাদের প্রলুব্ধকর চলন সম্বন্ধে সতর্ক-বার্তা। এই পদগুলি শিক্ষা দেয় যে শক্তিশালী প্রতিরোধ অনৈতিকতার বিপক্ষে সেরা আত্মরক্ষা — এই প্রতিরোধ হলো চমৎকার এক বিবাহ। যুবকেরা যেন সর্বদা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে আমোদিত থাকে। যুবকদের প্রতি শলোমন লিখলেন ঃ "তোমরা উনুই ধন্য হউক, তুমি আপন যৌবনের ভার্য্যায় আমোদ কর" (১৮)। তিনি বলতে চাইলেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ কালে তারা যেন সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্যে বিপদগ্রস্ত না হয়। তাদের বিপদ কম থাকবে, কারণ তাদের যৌবনের কামনা-বাসনা ইতিমধ্যে মিটে গিয়েছে। পাপে উৎসর্গীকৃত মানুষের প্রতি শলোমন চেতনা দিলেন ঃ "সে নিজ পাপ-পাশে বদ্ধ হয়। সে উপদেশের অভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে, নিজ অজ্ঞানতার আধিক্যে ভ্রান্ত হইবে" (২২-২৩)।

আত্ম শৃঙ্খলা

আত্ম সংশোধনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শলোমন বলেছেন ঃ "হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে যাও, তাহার ক্রিয়াসকল দেখিয়া জ্ঞানবান হও। তাহার বিচারকর্তা কেহ নাই, শাসনকর্তা কি অধ্যক্ষ কেহ নাই" (৬:৬-৭)। যখন আমাদের তারুণ্য ছিল, আমাদের পিতামাতা ও আমাদের শিক্ষকগণ আমাদের ওপরে তদ্বির করতেন, আমাদের কাছ থেকে তাঁদের প্রত্যাশা জানিয়ে দিতেন, এবং হিসাব চাইতেন। পক্ষান্তরে, যখন আমরা পূর্ণ বয়স্ক হই, আমরা নিজেদের বিষয় দেখি ও আত্ম-নিয়ন্ত্রিত থাকি। শলোমনের মতানুসারে পিপীলিকার কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি, যারা পরিদর্শক বিনা গ্রীষ্মকালে খাদ্য সংগ্রহ করে ও সারা বছর ফল ভোগ করে।

দেওয়া ও নেওয়া

এই হিতোপদেশ পুস্তক থেকে এক শিক্ষা পাওয়া যায়, যা যীশুর শিক্ষার মত ঃ "কেহ কেহ বিতরণ করিয়া আরও বৃদ্ধি পায়; কেহ কেহ বা ন্যায্য ব্যয় অস্বীকার করিয়া কেবল অভাবে পড়। দানশীল ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়, জল-সেচনকারী আপনিও জলে সিক্ত হয়" (১১:২৪-২৫)। এই প্রবাদ শিক্ষা দেয়, আমাদের চিত্ত পুষ্ট হয়, যখন আমরা উদার হই; চিত্তগুলি অপুষ্টিতে ভোগে, যখন আমরা স্বার্থপর হই। যদি আমাদের সব কিছু আমরা আগলে রাখি, আমরা সবই হারাতে পারি; কিন্তু যদি আমরা উদারভাবে দান করি, আমরা অধিক ধনী হই। একই নীতি যীশু উপস্থাপন করলেন, যখন তিনি শিক্ষা দিলেন, চিরদিন জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাদের জীবন হারাতেই হবে (মথি ১৬:২৪-২৭; প্রেরিত ২০:৩৫)। যীশুর মতানুসারে যদি আপনি সত্যি আপনার জীবন পেতে চান, তাহলে স্বেচ্ছায় জীবন বিলিয়ে দিন, নিঃশেষিত হন, অথবা ঈশ্বর ও অন্য লোকদের জন্য আত্মদান করুন।

হিতোপদেশ পুস্তক থেকে আপনি প্রজ্ঞা সংগ্রহ করতে পারেন, কেননা বইটিতে জ্ঞানী জনের বচন রয়েছে। মনে রাখবেন, শলোমনের এই প্রবাদগুলির সংকলন করার উদ্দেশ্য ছিল, যেন জ্ঞানীরা বিজ্ঞ নেতা হন, সরল-চিত্তেরা প্রজ্ঞা পায় ও এই সমস্ত লোকেরা যথার্থ জীবন-যাপন করার উপায় জানতে পারে।

যেহেতু প্রত্যেক মাসে ত্রিশ অথবা একত্রিশ দিন রয়েছে, যুবকেরা এই পুস্তকটি এক ক্যালেন্ডার হিসাবে ব্যবহার করুক, হিতোপদেশের অধ্যায় পড়ুক, যা মাসের দিনের সঙ্গে

সংযোগ রাখে। আমি সুপারিশ করি, আপনি লম্বালম্বি এক ডজন বা তার চেয়ে বেশি সারির নকশা তৈরি করুন। নকশার ওপরের দিকে ঐ সারিগুলির শিরোনামে বিষয় লিখুন, যেমন ঃ আত্ম শৃঙ্খলা, মহিলা, সন্তানদের নিয়মানুবর্তিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পুস্তক পড়ার সময় হিতোপদেশ থেকে বিভিন্ন পদ রাখুন, যেগুলি বিষয় সম্বন্ধে জানায়। লেখা শেষ করলে আপনি বিষয়গুলির সূচীপত্র পাবেন, যা এই জ্ঞানের পুস্তক থেকে শেখানো প্রধান মূল বিষয়।

বিভিন্ন শব্দ, যেমন হৃদয়, আত্মা ও চিত্ত এই পুস্তকে সত্তর বার উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলি আমাদের দেখায় যে আমাদের হৃদয়ে, আত্মায় ও চিত্তে ঈশ্বর কথা বলেন, যখন যথার্থ জীবন যাপন করা সম্পর্কে তিনি আমাদের শেখাতে চান। নির্দিষ্ট এক হিতোপদেশ, যা অনেকের প্রিয়, যারা এই বই পড়ে সেটি ঃ "তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন" (হিতোপদেশ ৩:৫-৬)।

তেরো অধ্যায়

উপদেশক পুস্তক

উপদেশকগণ ঈশ্বরের লোকদের হৃদয়ে কথা বলেন, যখন তাঁরা তাঁদের জীবনের হতবুদ্ধিকর সংকটে উত্তর অনুসন্ধান করেন। "উপদেশক" শব্দের মানে "প্রচারক", এবং এই নামাংকিত পুস্তকে আসলে শলোমন তাঁর শেষ জীবনে যুবকদের উদ্দেশ্যে প্রচার লিপিবদ্ধ করলেন। তাঁর উপদেশের ধরন হলো, যখন অভিজ্ঞতা শিক্ষককে অবিচলিত নিশ্চয়তা দেয়, তখনও অভিজ্ঞতা আমাদের একমাত্র শিক্ষক নয়। অভিজ্ঞতার দ্বারা সকল বিষয় আমাদের শিখতে হবে না। প্রচারক অল্প বয়সী প্রজন্মদের উৎসাহ দেন, যেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তারা শেখে। যেহেতু এই উপদেশটি অনুপ্রাণিত "পরামর্শমূলক শেষ কথা", তাই ঈশ্বর তাঁর

লোকদের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে এই উপদেশ ব্যবহার করেছেন, যখন তাঁরা খুঁজে পেতে চান, অনুসন্ধান করেন, তদন্ত করেন, প্রশ্ন তোলেন, এমন কি সন্দেহ করেন।

উপদেশের অতিরিক্ত দৃষ্টিভঙ্গি

উপদেশক শলোমনের দ্বিতীয় কাব্য-পুস্তক। ইস্রায়েলের তরুণদের উদ্দেশ্যে শলোমন এই উপদেশ প্রচার করলেন, যখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন। ১২৭ গীত পড়বার সময় আমরা জানতে পারলাম, যখন অনেক বৎসর যাবৎ প্রজ্ঞা জ্ঞাত হয়ে তিনি ঘটনাপ্রবাহ ও বৃদ্ধ বয়সের পরিপক্কতা থেকে পর্যালোচনা করলেন, স্বীকার করলেন যে তিনি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করলেন, তাঁর গভীর চিন্তা-ভাবনা ছিল, অধিক সংখ্যক গৃহ নির্মাণ করলেন, কিন্তু সবই বিফলে গেল। এই উপদেশটি ১২৭ গীতের বিস্তৃত ভাষান্তর। তিনি এই উপদেশ দিলেন, কারণ আগ্রহের সঙ্গে আশা রাখলেন, যে তরুণরা এই উপদেশ শুনবে, তারা তাঁর দুঃখপূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে শিখবে।

অর্থ জানবার জন্য তিনটি অনুসন্ধান

উপদেশক পুস্তকে ইস্রায়েলের তরুণদের উদ্দেশ্যে শলোমন বললেন, তিনটি ক্ষেত্রে জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ খুঁজতে তিনি চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই অনুসন্ধানগুলির শেষে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু পেলেন না। এ বিষয়টি তাঁর প্রিয় শব্দ আমাদের সামনে রাখে। তাঁর সংক্ষিপ্ত গীতে তিনি বলেছেন ঃ "উদ্বিগ্ন হওয়া, কাজ করা ও অযথা নির্মাণ করা সম্ভব। যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে; যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন, রক্ষক বৃথাই জাগরণ করে।" পরামর্শমূলক এই বিস্তৃত শেষ বাক্যে বারংবার এই শব্দের ব্যবহার আমাদের চোখে পড়বে।

ধনসম্পদ

শলোমন প্রচার করলেন, ধন সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য তিনি খুঁজে পেলেন, এবং চিরদিনের সর্বাপেক্ষা ধনী মানুষ হলেন। পক্ষান্তরে, যখন তিনি তাঁর মরণশীল পরিশ্রম দ্বারা সঞ্চিত ধনের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, তিনি বললেন ঃ "সূর্য্যের নীচে আমি যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইতাম, আমার সেই সমস্ত পরিশ্রমে বিরক্ত হইলাম; কেননা আমার পরবর্তী ব্যক্তির জন্য তাহা রাখিয়া যাইতে হইবে" (২:১৮)।

শলোমন বাজার-স্থলে এক মূর্খের দেখা পেলেন ও উপলব্ধি করলেন, যে মানুষ ধনের অধিকারী হবে, সে হয়তো এই মূর্খের মত এক মানুষ হবে। সেই অকাট্য বাস্তব সম্ভাবনার অনস্বীকার্য বাস্তব শলোমনকে "অসার" নামাংকিত পরামর্শ লিখিয়ে নিল, যদিও তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ধন সঞ্চয় করলেন।

প্রজ্ঞা

যখন শলোমন উপলব্ধি করলেন, ধনী হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য বা মানে নয়, তিনি প্রজ্ঞা অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি সর্বকালের সেরা জ্ঞানী হয়েছিলেন, কিন্তু প্রজ্ঞার অন্বেষী হয়েও তিনি কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পেলেন না। তাঁর সমস্ত ধন সম্পর্কে তিনি "অসার" শব্দ ব্যবহার করলেন। কারণ মরণের ওপারে তিনি তাঁর ধন নিয়ে যেতে পারলেন না। এর অল্প কাল পূর্বে তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা জীবনের মানে ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে চাইলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো। তিনি এ কথা বলতে পারলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর প্রজ্ঞাকে উল্লাসে পরিণত করা গেল না ঃ "কেননা প্রজ্ঞার বাহুল্যে মনস্তাপের বাহুল্য হয়; এবং যে বিদ্যার বৃদ্ধি করে, সে ব্যথার বৃদ্ধি করে" (১:১৮)।

"চিন্তাশীলের" মূর্তি আনন্দিত মানুষের আকৃতি নয়। অজ্ঞতা হলো পরম সুখ, এবং নির্বিকার সন্তোষ এমনই সন্তুষ্টি, যা অজ্ঞতার ওপর স্থাপিত। যেহেতু জ্ঞান লাভের জন্য গভীর অনুসন্ধান আনন্দ বৃদ্ধি করে না, তাই শলোমন প্রজ্ঞার দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ অনুসন্ধানের পরে রায় দিলেন ঃ আত্মশ্লাঘা।

আনন্দ

জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য জানতে শলোমনের পরবর্তী অনুসন্ধান নির্বুদ্ধিতা, আমোদ-প্রমোদ ও কৌতুকের অনুবর্তী হওয়ার জন্য তাঁকে প্রেরণা দিল। বিশ্বে প্রলুব্ধকারী সব ধরনের মনোরঞ্জনে শলোমন অংশ নিলেন। "আমার চক্ষু দুটি যাহা ইচ্ছা করিত, তাহা আমি তাহাদের অগোচর রাখিতাম না; আমার হৃদয়কে কোন আনন্দভোগ করিতে বারণ করিতাম না" (২:১০)। শলোমনের মত জাঁকালো আনন্দানুষ্ঠান আজ অবধি কেউ করতে পারে নি। কিন্তু তাঁর ভোগ করা সকল আনন্দের পরে তিনি তিনটি প্রশ্ন রেখে গেলেন, যথা ঃ এত বিলাসিতায় কি মঙ্গল ঘটলো? এত আয়োজন কোন্ কাজে লাগলো? আমি কোন্ কর্ম সম্পন্ন করছি? শলোমন আবিষ্কার করলেন, তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তিনি উপলব্ধি করলেন, তাঁর জীবনের

জন্য এক উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই উদ্দেশ্য সমস্ত দিবানিশি বর্ণময় আমোদ-প্রমোদ নয়।

নিষ্পত্তি জ্ঞাপন

শলোমন তাঁর উপদেশের সমাপ্তিতে তরুণ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলে রায় দিলেন যে তাঁর সারা জীবনে তিনি এক প্রাথমিক সত্য শিখলেন ঃ "আইস, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনি; ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর, কেননা ইহাই সকল মনুষ্যের কর্তব্য। কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম এবং ভাল হউক, কি মন্দ হউক, সমস্ত গুপ্ত বিষয়, বিচারে আনিবেন।" (১২:১৩-১৪)। মূল ইব্রীয় ভাষা ইঙ্গিত দেয়, ঈশ্বর-ভয়কারী ও তাঁর সকল আদেশ পালনকারী যে কেউ সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ মানুষে পরিণত হয়। ঈশ্বর ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ, কারণ এই ভীতি মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার তাৎপর্য দেখায়। শলোমন তাঁর সারা জীবন এই উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করলেন।

শলোমনের প্রজ্ঞা যুক্তি দেখালো, পরিপূর্ণভাবে এক সম্পূর্ণ বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, কারণ এই উপদেশের আগাগোড়া তিনি যুক্তি দেখালেন, জীবন অধার্মিকতায় পূর্ণ ছিল। লোকেরা ধনের অধিকারী হলো, যা তাদের অর্জিত নয়। নির্যাতিতরা সান্ত্বনা পেলো না, এবং যাদের প্রচুর ছিল, তারা অনেক সময় সন্তুষ্ট ছিল না। অন্যায়, বৈষম্য, দরিদ্রদের শোষণ, আঘাত দিয়ে দুষ্টদের দ্বারা আক্রমণ ও অন্যান্য মন্দ বিষয় হেতু শলোমন যুক্তি দিলেন যে সম্পূর্ণ বিচার হবেই হবে।

উপদেশকে সত্যের অনুপ্রাণিত পিন্ড

উপদেশক পাঠ করার সময় আপনি সত্যের দুটি ইঙ্গিতবাহী পথ জানতে পারবেন। অনেক সময় শলোমন এক নাস্তিকের ভূমিকা পালন করলেন, কোন মানুষ সম্বন্ধে তদন্ত করলেন, সন্দেহ রাখলেন, যার মধ্যে ঈশ্বর থেকে কোন প্রত্যাদেশ নেই, আধ্যাত্মিকতা শূন্য সম্পূর্ণ সাংসারিক মানুষের মত যে কেবল যুক্তি দেখায়। অন্য সময়ে সে মনে করে, ঈশ্বর থেকে প্রত্যাশাযুক্ত এক আধ্যাত্মিক মানুষের মত সে কথা বলে। প্রথম মনস্ক মানুষ সম্পর্কে যদিও শলোমন অনেক সন্দেহ ব্যক্ত করলেন, তবুও সেই অন্য মানুষ হিসেবে তাঁর ব্যক্ত সত্যগুলি গভীর ও জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ সম্পর্কে বুঝতে আমাদের সহায়তা দেয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদ এই প্রকার, যথাঃ "সকল বিষয়েরই সময় আছে

ও আকাশের নীচে সমস্ত ব্যাপারের কাল আছে। জন্মের কাল ও মরণের কাল; রোপণের কাল ও রোপিত বীজ উৎপাটনের কাল" (১,২)। এই পরিচ্ছেদটি প্রথম গীতের একটি পরিচ্ছেদের অনুরূপ, সেখানে লেখা আছে, ধার্মিক ব্যক্তি "যথাসময়ে ফল দেয়" (৩)। এক জনের জীবনে ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বরের সময়ে হয়।

বিবাহের মধ্যে এক চমৎকার অন্তর্দৃষ্টি শলোমন আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন, যখন তিনি লিখলেন ঃ "একজন অপেক্ষা দুই জন ভাল, কেননা তাহাদের পরিশ্রমে সুফল হয়। কারণ তাহারা পড়িলে এক জন আপন সঙ্গীকে উঠাইতে পারে ..... এবং ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছিঁড়ে না" (৪:৯-১২)।

যখন ঈশ্বর বিবাহ-সম্পর্ক পরিকল্পিত করলেন তিনি চাইলেন, স্বামী ও স্ত্রী মনে, দেহে ও আত্মায় এক হবে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, এবং আছে যে আত্মার ও মনের গভীরতর দিক্ যেন দৈহিক ও শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে আনন্দজনকভাবে ব্যক্ত হয়। হয়তো শলোমনের মনের মধ্যে ছিল, যখন তিনি বললেন, ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছিঁড়ে না। বিবাহের মধ্যে এই ঘটনাপ্রবাহ প্রসঙ্গে দেখা গেল, দৈহিক মিলন যোগাযোগ রক্ষার গভীর রূপ। যদি কোন বিবাহে দৈহিক সম্পর্ক মন ও আত্মার গভীর স্তরে ব্যক্ত না হয়, তাহলে সেই বিবাহে দৈহিক মিলন যোগাযোগের এক পাশবিক স্তর।

নবম অধ্যায়ে শলোমন এক নগরের বর্ণনা দিলেন, যে নগর এক জ্ঞানবান মানুষের পরামর্শ দ্বারা রক্ষা পেলো। "একটি ক্ষুদ্র নগর ছিল, তাহাতে লোক অল্প ছিল, পরে মহান কোন রাজা আসিয়া তাহা বেষ্টন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করিলেন। আর ঐ নগরের মধ্যে এক জন জ্ঞানবান দরিদ্র লোককে পাওয়া গেল; সে আপন প্রজ্ঞা দ্বারা নগরটি রক্ষা করিল, কিন্তু সেই দরিদ্র লোকটিকে কেহই স্মরণ করিল না" (১৪, ১৫)। শলোমনের বর্ণনানুযায়ী ঐ জ্ঞানবান মানুষকে নগরের লোকদের বিস্মরণ সত্যি অন্যায়। যদিও সেই জ্ঞানী মানুষের প্রয়াস পুরস্কৃত হলো না, তবুও শলোমন উপসংহারে বললেন ঃ "হীনবুদ্ধিদের মধ্যে কর্তৃত্বকারী চিৎকার অপেক্ষা জ্ঞানবানদের কথা শান্তিস্থানে অধিক শ্রুত হয়" (১৭)। তাঁর কাছে, কার্য সাধনের জন্য কৃতিত্ব পাওয়া অপেক্ষা কার্য সমাপ্ত করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উপদেশ শেষ করার সময় শলোমন তরুণদের পরামর্শ দিলেন ঃ "তুমি যৌবনকালে আপন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ কর" (১২:১)। তিনি জানতেন, যৌবনকাল আশিসযুক্ত ও ফলবন্ত

হওয়ার সময়; কিন্তু তিনি এ কথাও জানেন, বৃদ্ধ অনিবার্যভাবে কাছে টানে। শলোমন অনুনয় করলেন ঃ "ঈশ্বরকে স্মরণ করুন," "সেই সময়ে রৌপ্যের তার খুলিয়া যাইবে, সুবর্ণের পানপাত্র ভাঙ্গিবে ..... আর ধূলি পূর্ববৎ মৃত্তিকাতে প্রতিগমন করিবে, এবং আত্মা যাঁহার দান, সেই ঈশ্বরের কাছে প্রতিগমন করিবে" (৬,৭)। যারা তাদের যৌবনকালে ঈশ্বরকে স্মরণে রেখে ভাল কাজ করবে, এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করবে, অন্তিম কালে তারা ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করবে। মোট কথা, শলোমন নিশ্চয়তার সঙ্গে জীবনের অর্থ খুঁজে পেলেন, এবং অবশেষে বললেন ঃ "ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর ..... কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম এবং ভাল হউক কি মন্দ হউক, সমস্ত গুপ্ত বিষয় বিচারে আনিবেন" (১৩, ১৪)।

চোদ্দ অধ্যায়

শলোমনের পরমগীত

শলোমনের পরমগীত কাব্য-পুস্তকগুলির শেষ পুস্তক। আমাদের বলা হয়েছে, শলোমন ১,০০৫টি গীত লিখলেন, কিন্তু কেবল এই পুস্তক আমাদের জন্য শাস্ত্রে সংরক্ষিত রয়েছে। এই প্রেম-গীতে দুই প্রেমিকের পুলক ও প্রেমালাপ লিপিবদ্ধ আছে। ইব্রীয় যুবকেরা পুরাতন নিয়মের এই পুস্তক পড়তে পারতো না, যত দিন না তাদের ত্রিশ বৎসর বয়স হতো। হয়তো আপনার বিস্ময় জাগে, অনুপ্রাণিত শাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ এই পুস্তক সংযোজিত হলো কেন? এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর রয়েছে। এই ধরনের পুস্তক বিবাহ-শয্যার পবিত্রতা শিক্ষা দেয়। আদিপুস্তকে ঈশ্বরের বক্তব্য আমরা শুনতে পাই যে মানুষের একলা থাকা ভাল নয়। সুতরাং পুরুষকে সম্পূর্ণতা দিতে ঈশ্বর স্ত্রীলোক সৃষ্টি করলেন। যখন ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী রূপে তাদের নির্মাণ করলেন, দৈহিক-মিলনের সম্পর্কে তিনি তাদের সংযুক্ত করলেন। সৃষ্টির বিবরণ অনুসারে প্রতিদিন সৃষ্টির পরে ঈশ্বর ঘোষণা করলেন, সুন্দর সবই সুন্দর। যখন

ঈশ্বর দৈহিক মিলন সৃষ্টি করলেন, তিনি উচ্চারণ করলেন, দৈহিক মিলন "অতি উত্তম"।

যদি এই প্রেম-সঙ্গীতে গভীরতর অর্থ না থাকে, তবুও এই চমৎকার পুস্তকের পক্ষে দৈহিক মিলন-সম্পর্কিত পবিত্র সংবাদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এটি "বাইবেল" নামে পবিত্র গ্রন্থালয়ের অংশ। সন্তানদের প্রতি পিতামাতাদের শিক্ষা দান অত্যন্ত প্রয়োজন যে দৈহিক মিলন খুব ভাল। দৈহিক মিলন বিষয়টি পাপ, এই ধরনের চাপ দেওয়ার পরিবর্তে বিবাহের জন্য দৈহিক মিলনের-চিন্তা-ভাবনা রক্ষা করতে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কাছে এক চ্যালেঞ্জ। যদি আমরা সন্তানদের বুঝিয়ে দেই যে শারিরীক মিলন ভাল না, তাহলে বিবাহে তাদের দৈহিক মিলনের সমন্বয় সাধনকে আমরা দুর্বল করি। দৈহিক মিলনের প্রতি শুদ্ধাচার মনোভাব নিয়ে তারা বিবাহে প্রবেশ করে, যা তাদের নিজস্ব তৃপ্তি ও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের তৃপ্তিকে গুরুতরভাবে সীমিত রাখে।

এই প্রেম-গীত শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন, মঞ্জুরি দেন, এবং বিবাহ-শয্যা ও "বিবাহিত জীবনের গভীর সুখকে" অভিষিক্ত করেন। শলোমনের এই প্রেম-গীত পড়বার সময় বিবাহ প্রসঙ্গে এক পুরুষ ও এক স্ত্রীর মধ্যে নিবিড় দৈহিক মিলনের প্রেমের আনন্দময় অভিব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরীয় অভিপ্রায়ের নিশ্চয়তা খুঁজে পাবেন।

শলোমনের এই প্রেম-গীতে নিবেদিত আত্মারা এক গভীরতর অর্থ দেখতে পেয়েছে? উল্লিখিত দুই প্রেমিকের সম্পর্ক, এবং ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের সম্পর্কের মাঝখানে গভীর সমতা তাদের চোখে পড়ে, যা অনেক সময় বিবাহ-সম্পর্ক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তাদের বিশ্বাস, ইস্রায়েলের পক্ষে প্রেমিক যিহোবা ঈশ্বরের এক রূপক হিসেবে শলোমনের পরমগীত শাস্ত্রে সংযোজিত হলো। নূতন নিয়ম পড়বার সময় আপনি জানতে পারেন যে এক প্রেম-সম্পর্কিত এই উপমাটিও খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হলো। খ্রীষ্ট হলেন বর, এবং মণ্ডলী তাঁর বধূ (মথি ২৫:১-১৩; প্রকাশিত বাক্য ২১:২, ১৭)।

শলোমনের পরমগীতের ভক্তিমূলক আবেদন

এই প্রেম-গীতে সংযোজিত শেষ রূপকটি জীবিত খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যেন তারা সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে প্রেম করে। এই শিক্ষা সম্পর্কে যীশু নিশ্চয়তা দিলেন, যখন ব্যবস্থায় উল্লিখিত মহত্তম আদেশ তাঁকে বলতে বলা হলো (মথি ২২:৩৫-৪০)। ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের

নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রেম-সম্পর্ক পূর্বে উল্লিখিত দুই প্রেমিকের সম্পর্ক দ্বারা রূপক ভঙ্গিমায় চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়। শলোমনের পরমগীতের এই তর্জমা ও আবেদন বাইবেলে সংযুক্ত অত্যন্ত ভক্তিমূলক পুস্তকগুলির মধ্যে একটি পুস্তক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় — এই পরমগীত এমন একটি পুস্তক, যা পুনরুত্থিত, জীবিত খ্রীষ্টের সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা দেয়।

প্রেম-গীতে ভক্তিমূলক সম্পর্ক সমান্তরাল

শলোমনের পরমগীতে প্রেমিক প্রথমে তাঁর প্রেমিকাকে অন্দরমহলে ও পরে ভোজ-টেবিলে নিয়ে গেলেন (১:৪; ২:৪)। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে জানাজানি হওয়ার আগে যেন তাঁর সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। পর্বতে দত্ত উপদেশে যীশু এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। লোক-দেখানো প্রার্থনাকারী ও দৃষ্টি-আকর্ষণকারী পরোপকারীদের প্রতি তিনি সমালোচনা করলেন, কারণ তাদের প্রার্থনা ও দান মানুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিবেদিত হয়। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নয় (মথি ৬:৫-৭)।

যীশু যে বিষয়ে জোর দিলেন, সেটা হলো তিনি ব্যক্ত করলেন, তোমাদের প্রার্থনা যেন একান্তে ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত হয়, এবং আমাদের দান ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ও গোপনে প্রদত্ত হওয়া উচিত। মার্টিন লুথার লিখলেন ঃ "পবিত্র যীশু, শান্ত যীশু, আমার হৃদয়ে তোমার জন্য এক নরম ও স্বচ্ছ শয্যা পেতেছি, যেন সেখানে কেবল তোমার জন্য একটি নির্জন-কক্ষ থাকে।" আপনার হৃদয়ে কি তাঁর জন্য এক শান্ত কক্ষ রয়েছে?

শলোমনের পরমগীতে দুই প্রেমিকের মধ্যে যখনই সান্নিধ্য ছিন্ন হলো, বরের ইচ্ছাক্রমে কখনও সেই বন্ধন ছিন্ন হয়নি। খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক কথোপকথনে এই দৃশ্য প্রযোজ্য। তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা অবিরত হওয়া উচিত, কিন্তু যখন সহভাগিতায় টান পড়ে, সম্পর্ক ছিন্ন হয়, কারণ আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করি, খ্রীষ্ট করেন না। আমাদের ব্যর্থতার পেছনে খ্রীষ্টের হস্তক্ষেপ থাকে, এই ভ্রান্তিতে খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা কখনও ছিন্ন হয় না, বরং তাঁর প্রতি আমাদের অবিশ্বস্ততার ফলে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

শলোমনের পরমগীতে উল্লিখিত যখন বর তাঁর বধূর কামরায় যেতে চান, তাঁকে বাইরে রাখা হয়। কারণ আতর ও অন্যান্য সুন্দর প্রসাধনী দ্রব্য-সামগ্রী সহযোগে নিজেকে

সাজাবার সময় বধূ অন্যমনস্ক হন। অবশেষে বধূ যখন দরজা খোলেন, বরকে আর সেখানে দেখা যায় না (৫:১-৬)। অনেক সময় পবিত্র আত্মার অভিষেক বা দান সম্পর্কে আমরা নির্লিপ্ত থাকি, এবং আশীর্বাদ দাতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখি না। পবিত্র আত্মার চমক-জাগানো আশ্চর্যজনক প্রকাশগুলিতে আমরা এত তন্ময় থাকি যে আমাদের বর চলে যান, যিনি দুয়ারের বাইরে দণ্ডায়মান থাকাকালীন আমাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

শলোমনের পরমগীতে উল্লিখিত রাজকন্যা তাঁর রাজপুত্রের কাজ বুঝতে পারেন ঃ "চল, প্রত্যূষে উঠিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাই, দেখি, দ্রাক্ষালতা পল্লবিত হইয়াছে কিনা, তাহার মুকুল ধরিয়াছে কি না, দাড়িম্ব পুষ্প ফুটিয়াছে কি না" (৭:১২)। যোহন লিখিত সুসমাচারে উল্লিখিত পিতরের প্রতি যীশুর আদেশ অনুসারে যীশুর পক্ষে আমরাও প্রেম ব্যক্ত করতে পারি, যখন তাঁর মেষপাল সম্পর্কে আমরা আগ্রহ দেখাই, তাঁর মেষদের আদর করি, তাঁর অনুসরণে মেষদের অত্যন্ত ভালবাসি (যোহন ২১:১৫-১৭)।

এই চমৎকার কবিতার প্রাথমিক আবেদন কেমন? শলোমনের প্রেম-গীতটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় আবেগ সম্বন্ধে হৃদয়ের ভাষায় কথা বলে ঃ প্রেম। অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রেম সম্পর্ক নিয়ে এটি বর্ণনা দেয়, যা চিরদিন আমাদের থাকবে — এটি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক — আমাদের পক্ষে রূপকভাবে তাঁর প্রেম প্রকাশ পায়, এবং তাঁর প্রেমের বিনিময়ে আমরা সাড়া দিয়ে থাকি।

প্রয়োগ

প্রেমের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার জন্য ঈশ্বরের প্রেমের দ্বারা আমাদের শুরু করতেই হবে। নূতন নিয়মে দুটি স্থান রয়েছে, যেখানে ঈশ্বরের প্রেমের বিশ্লেষণ ও প্রদর্শন আমাদের চোখে পড়ে। প্রেরিত পৌলের প্রেম অধ্যায়ে ও প্রেরিত যোহনের প্রেম অধ্যায়ে তাঁদের অনুপ্রাণিত মনের স্বচ্ছতার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশিত হয়, এবং অন্য দিকে একগুচ্ছ গুণ রূপে এই প্রেম বেরিয়ে আসে (১করিন্থীয় ১৩; ১যোহন ৪:৭-২১)। যোহন ও পৌলের মতানুসারে ঈশ্বরের প্রেম ঃ অবর্ণনীয়, অবিকল্পিত, অতুলনীয়, অবিনশ্বর, শর্তহীন, অনিবার্য, অনুপ্রেরণাদানকারী, আধ্যাত্মিক, অনন্ত এবং অলৌকিক।

যখন প্রেমের এই গুণাবলী দ্বারা আমরা প্রেম করি, আমাদের স্বামী বা স্ত্রীকে,

আমাদের সন্তানদের, আমাদের পিতামাতাদের, এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত দুর্বোধ্য জনদেরও আমরা সহজেই ভালবাসতে পারি। শলোমনের পরমগীত শিক্ষা দেয়, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমরা যে প্রেম বিলাই, সেই প্রেম ঃ ব্যক্তিগত, ঘনিষ্ঠ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সুগভীর, স্বার্থশূন্য, পারস্পরিক, তৃপ্তিজনক, পরিমার্জনকারী, হুম্‌কীবিহীন, ফল উৎপাদনকারী ও অনির্বাপণীয়।

Job through Song of Solomon
Booklet - 5
Bengali

Cover Credit : Cynthia Kingston
Printed by : Canaan Press, Chennai

For additional Booklets write to

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010
Ph. : 6425166 Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org.

Job through Song of Solomon
Booklet - 5
Bengali

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk
Chennai - 600 010

(For Private Circulation only)

ICM/Ben-5/2004